CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 22 March 2022 ■ আগরতলা ২২ মার্চ, ২০২২ ইং ■ ৭ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চিনে ভেঙে পড়ল বোয়িং বিমান, ১৩৩ যাত্রীর মৃত্যু

বেজিং, ২১ মার্চ (হি. স.)।। চিনে ১৩৩ জন যাত্রী নিয়ে ভেঙে পড়ল বোয়িং ৭৩৭ যাত্রীবাহী বিমান। ভারতীয় সময় সোমবার দুপুরে দুর্ঘটনার খবরটি জানা যায়। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, এই দুর্ঘটনায় কারও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। ইতিমধ্যেই ওই এলাকায় উদ্ধারকারীদের একটি দল পাঠানো হয়েছে।

চিনের সরকারি টিভি চ্যানেল সিসিটিভি খবরটি সম্প্রচার করে। তারা জানায়, গুয়াংজি প্রদেশে একটি বোয়িং বিমান ভেঙে পড়েছে। পাহাড়ের মধ্যে জঙ্গেলে ঘেরা ওই এলাকায় বিমানটি ভেঙে পড়ার পর সেখানে আগুন লেগে যায়। বিমানে যাত্রী ছিলেন ১৩৩জন। দুর্ঘটনাটি ঘটে ভারতীয় সময় দুপুর একটার কিছু পরে। জানা গিয়েছে, বিমানটির গন্তব্য ছিল কানমিং থেকে গুয়াংঝাউ। স্থানীয় সময় দুপুর একটা নাগাদ বিমানটি কানমিং থেকে গুয়াংঝাউয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সরকারি প্রচারমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, নির্দিষ্ট সময়ে বিমানটি গন্তব্যে না পৌঁছলে শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। তাতেই জানা যায়, বিমানটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েছে। মাঝ আকাশে বিমানটি একটি পাহাড়কে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে বিমানটিতে আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর পরেই ঘটনাস্থলে উদ্দেশ্য রওনা দেয় উদ্ধারকারী দল। গিয়েছে দমকলবাহিনী। বিমানে কোনও যাত্রীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং তদন্তের নির্দেশ দিলেন। কীভাবে আচমকা ভেঙে পড়ল সুরক্ষিত বোয়িং ৭৩৭ বিমান, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে খবর।

এদিকে এদিনের দুর্ঘটনাগ্রস্তদের প্রতি চায়না ইস্টার্ন বিমান সংস্থার ওয়েবসাইট সাদা-কালো করে দেওয়া হয়েছে। বিমান প্রস্তুতকারক সংস্থা বোয়িংকে ঘিরেও উঠছিল প্রশ্ন। এ প্রসঙ্গে বোয়িং সংস্থা জানিয়েছে, এক্ষেত্রে নতুন জেনারেশন বোয়িং ম্যাক্স জেট ব্যবহার করা হয়নি। কারণ, মালয়েশিয়া, ইথিওপিয়ায় একাধিকবার দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিল বোয়িং ম্যাক্স জেট। এবার তাই ২০১৯ সালে নয়া জেনারেশনে এই বোয়িংগুলি ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, সোমবার চিনের গুয়াংজিতে যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইটে লিখেছেন, 'চিনের গুয়াংজিতে ১৩২ জন যাত্রী নিয়ে যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনার বিষয়ে জানতে পেরে গভীরভাবে মর্মাহত ও দুঃখিত। আমাদের চিন্তাভাবনা এবং প্রার্থনা দুর্ঘটনার শিকার এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য।'

চিনের সেন্ট্রাল টেলিভিশন (সিসিটিভি) জানিয়েছে, সোমবার দক্ষিণ চিনের গুয়াংজি ঝুয়াং অঞ্চলে ১৩৩ জন আরোহী নিয়ে একটি চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের বিমানটি ভেঙে বনে আগুন লেগেছে। চিনের উওজোউ শহরের কাছে গুয়াংগজি এলাকায় বিমানটি ভেঙে পড়তে দেখা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। স্ত্রীর গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার খোয়াই থানাধীন পূর্ব গণকী পনায়েতর দুই নং ওয়ার্ড এলাকায়।

এদিন সকালে সাবিত্রী ভট্যাচার্য্য (দেবনাথ) নামে জনৈকা গৃহবধূ নিজের বাড়িতে নিজের ঘরেই অগ্নিদগ্ধা হন। অভিযোগ উঠে স্বামী রাকেশ দেবনাথই তার স্ত্রী সাবিত্রী ভট্যাচার্য্য (দেবনাথ)কে শরীরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে। অগ্নিদগ্ধা গৃহবধূকে ঘরের ভেতরে রেখে বাইরে শেকল লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

অগ্নিদগ্ধা গৃহবধূর চীৎকারে পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে আসে।খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর গাড়ি এসে অগ্নিদগ্ধা মহিলা সাবিত্রী ভট্যাচার্য্য (দেবনাথ)কে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ জানায়,প্রতিনিয়তই নাকি স্বামী রাকেশ দেবনাথ শারিরিক এবং ☛৬ এর পাতায় দেখুন

একই রাতে বামুটিয়ায় ছয় দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। বামুটিয়া বাজারে একইরাতে ছয়টি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। রবিবার রাতে বামুটিয়া বাজারের ছয়টি দোকানে পরপর দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে চোরের দল প্রচুর টাকার জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে।

সোমবার সকালে দোকান খুলতে এসে বাজারের ব্যবসায়ীরা লক্ষ্য করেন তাদের দোকানের দরজা তালা ভাঙ্গা। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি দোকানে তরফ থেকে বামুটিয়া পুলিশ আউটপোস্টকে জানানো হয়। একই রাতে ছয় দোকানে চুরির ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। তবে চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ☛৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করেছেন এন বীরেন সিঙ। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শ্রী সিঙকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মণিপুরে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ এন বীরেন সিঙের

ইমফল, ২১ মার্চ (হি.স.)।। লাগাতার দ্বিতীয়বারের মতো মণিপুরে বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করেছেন নংথমবাম বীরেন সিং। রাজ্যের রাজধানী ইমফলে অবস্থিত রাজভবনেক দরবার হল-এ রাজ্যপাল এল গণেশন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং ছাড়া আরও পাঁচ বিধায়ককে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন।

এদিন বেলা ২.২৫ মিনিট থেকে ২ নম্বর হেইঙ্গাং আসনের বিধায়ক বীরেন সিং মুখ্যমন্ত্রী পদে ছাড়া আরও যে পাঁচ ক্যাবিনেট মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেছেন তাঁরা ৫ নম্বর থংজুর বিধায়ক থাঙ্গম বিশ্বজিৎ সিং, ১৩ নম্বর সিংজামেইয়ের বিধায়ক ইউমনাম খেমচাঁদ সিং, ২৬ নম্বর বিষ্ণুপুরের কোন্থৌজম গোবিনদাস সিং, ৫০ নম্বর কাংপোকপি আসনের বিধায়ক শ্রীমতি নেমচা কিপগেন এবং আওয়াংবো নেওমাই। প্রসঙ্গত এনপিএফ-এর নেওমাই ছাড়া বাকি সকলেই বিজেপি বিধায়ক। আজকের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় নেতা সম্বিত পাত্রা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দলের সাংঠনিক সম্পাদক অজয় জামুয়াল, ☛৬ এর পাতায় দেখুন

রুশপন্থী ১৫০০ সংবাদ মাধ্যম ব্লক করেছে ইউক্রেন

কিয়েভ, ২১ মার্চ (হি.স.)।। বিগত চার সপ্তাহ ধরে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' চালাচ্ছে রাশিয়া। এর মধ্যে যুদ্ধে রাশিয়ার হয়ে প্রচার চালানোর অভিযোগে অন্তত দেড় হাজার মস্কোপন্থী মিডিয়া আউটলেট ব্লক করে দিয়েছে ইউক্রেন।এ খবর জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। ইউক্রেনীয় পুলিশ জানিয়েছে, ব্লক করা মিডিয়া আউটলেটগুলোর প্রায় দেড় কোটি ☛৬ এর পাতায় দেখুন

বিধায়ক পদে ন্যূনতম সাড়ে চার বছর টানা বহাল থাকলেই মিলবে পেনশন

বিধানসভায় সংশোধনী বিল পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। ত্রিপুরায় বিধায়ক পদে শপথ নিলেই হবে না, সারা জীবন পেনশন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেতে হলে ন্যুনতম সাড়ে চার বছর টানা ওই পদে বহাল থাকতে হবে। আজ বিধানসভায় ত্রিপুরা সরকার এ-সংক্রান্ত সংশোধনী বিল পেশ করেছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় বাম আমলে ন্যুনতম চার বছর টানা বিধায়ক থাকলেই সারা জীবন পেনশন সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আইন ছিল। সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ওই আইনে সংশোধনী এনেছিল বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। তাতে স্থির হয়েছিল, বিধায়ক পদে শপথ নিলেই যথেষ্ট। তারপর বিধায়ক পদ না থাকলেও প্রাক্তন বিধায়ক হিসেবে পেনশন সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা মিলবে।

কিন্তু, ২০২১ সালের ৩ নভেম্বর ওই আইনে সংশোধনী এনে অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল ত্রিপুরা সরকার। তাতে, ন্যুনতম সাড়ে চার বছর টানা বিধায়ক পদে বহাল থাকার বিধান জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অর্ডিন্যান্স মোতাবেক, ন্যুনতম সাড়ে চার বছর টানা বিধায়ক পদে বহাল না থাকলে প্রাক্তন হিসেবে পেনশন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা মিলবে না। আজ আইন দফতর বিধানসভায় এ-সংক্রান্ত সংশোধনী বিল পেশ করেছে। তাতে নয়া বিধান জুড়ে দেওয়া হয়েছে, বিধায়ক পদে থাকাকালীন মৃত্যু হলে তাঁর পরিবার পারিবারিক পেনশনের সুবিধা পাবেন। এক্ষেত্রে ন্যুনতম সাড়ে বছর টানা বিধায়ক পদে বহাল থাকার নিয়ম কার্যকর হবে না।

ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় যুবক আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিল এক যুবক। আত্মঘাতী যুবকের নাম কমল সিং। বাড়ি বিশালগড় থানা এলাকার রামছড়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, কমল সিং-র প্রতিবেশী এক যুবতীর সাথে প্রণয়ের সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। তাদের প্রণয় সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে শুরু করে। তারা একে অপরকে বিয়ে করতে ইচ্ছে প্রকাশ করে। কিন্তু ছেলের বাপের বাড়ি লোকজনরা এই সম্পর্ক কোনোভাবেই মেনে নিতে নারাজ। পরিবারে বাকবিতণ্ডা চরম আকার ধারণ করে।

রবিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বাকবিতণ্ডার জেরে কমল সিং নামে ওই যুবক বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। তারপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সোমবার সকালে পার্শবর্তী একটি রাবার বাগানে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ পাওয়া যায়। ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন রাবার বাগানে গিয়ে মৃতদেহ দেখতে পান। খবর পাঠানো হয় বিশালগড় থানার ☛৬ এর পাতায় দেখুন

সুরাপ্রেমীদের জন্য সুখবর, ত্রিপুরাকে আপাতত 'ড্রাই স্টেট' ঘোষণা হচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। ত্রিপুরাকে আপাতত 'ড্রাই স্টেট' হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে না। ফলে, সুরাপ্রেমীদের জন্য আজ বিধানসভা অধিবেশনে সুখবর মিলল। এ-বিষয়ে উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার সাফ কথা, 'ড্রাই স্টেট' ঘোষণা হলেই মদ্যপানের পরিমাণ কমবে, জাতীয় প্রেক্ষাপটে এমন প্রমাণ মিলেনি। বিশ্বব্যাপী এই সামাজিক সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন মানিসকতার পরিবর্তন।

আজ বিধানসভা অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক সুধাংশু দাসের তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, গত তিন বছরে অবৈধ দেশীয় মদ প্রস্তুতি, বিক্রি এবং মজুত করার অপরাধে মোট ২৭৭৬ জন অপরাধীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

তার বছর ভিত্তিক হিসেব তুলে ধরে তিনি জানান, ২০১৯ সালে ১১৫০ জন, ২০২০ সালে ৯৪১ জন এবং ২০২১ সালে ৬৮৫ জন এমন অপরাধীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।সাথে তিনি আরো জানান, ত্রিপুরায় শহর ও গ্রামীণ বাজার এলাকায় অবৈধ দেশীয় মদ প্রস্তুতি, বিক্রি এবং মজুত করা বন্ধে আরক্ষা দফতর কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, সামাজিক অবক্ষয় রোধের পাশাপাশি সুস্থ সমাজ বজায় রাখতে সম্ভাব্য সকল স্থানে অবৈধ দেশীয় মদ উতাদক, বিক্রেতা এবং মজুতদারদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে দেশীয় মদ পানের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতার লক্ষ্যে নিয়মিত পুলিশের উদ্যোগে 'প্রয়াস' বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে। তাছাড়া, ☛৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে অল্প কথায় বেশি ভাব প্রকাশে সকল সদস্যের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ঃ অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে অল্প কথায় বেশি ভাব প্রকাশে সকল সদস্যের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। আজ অধিবেশনের শুরুতে প্রশ্নোত্তর পর্বে সমস্ত সদস্যদের কম কথায় বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, তাঁর অনুরোধ কেউ শুনছিলেন না। তাই, তিনি কিছুটা বিরক্ত হয়েই প্রশিক্ষণের বিষয়ে সওয়াল করেন।

এদিন অধ্যক্ষ প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হওয়ার আগেই সকলের কাছে অনুরোধ জানান, সমস্ত বিধায়ক প্রশ্নের জবাব পান, সেই লক্ষ্যে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। কিন্তু, কোন সদস্যই সেই অনুরোধ শুনছিলেন না। শেষে বাধ্য হয়ে অধ্যক্ষ বলেন, বিধানসভায় অল্প কথায় বেশি ভাব প্রকাশের পদ্ধতি শিখতে প্রশিক্ষণের খুবই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বক্তৃতা করে অতিরিক্ত প্রশ্ন বলা উচিত বলে মনে হয় না।

তাঁর সাফ কথা, একজন সদস্য অতিরিক্ত সময় নিলে বাকি সদস্যদের প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ মিলে না। এক্ষেত্রে বক্তৃতা নয়, প্রশ্ন হোক নির্দিষ্ট। মূলত, নিজ নিজ কেন্দ্রের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং প্রশ্নের জবাব চাইতেই বিধানসভা অধিবেশনে বিধায়ক প্রশ্ন জমা দেন। সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী সেই জবাব দেন। প্রয়োজনে ওই প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনাও হয়। তাতে, মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়। আজ বিধানসভায় ১৪ জন ☛৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূকে ধর্ষণ ও মারধরের অভিযোগ মামলা নিচ্ছে না থানার পুলিশ, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ মার্চ।। এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করে আক্রমণ করার অভিযোগ। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তিরবাজার মহকুমার জোলাইবাড়ীর এক গৃহবধূ বেসরকারি একটি সংস্থার মধ্যে কাজ করার সুবাদে বাইখোড়ার হাতুরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক সমীর দের বাসভবনে ভাড়া থাকতেন।

গৃহবধূর অভিযোগ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গৃহবধূর একাকীত্বে হাতুড়ে চিকিৎসক সমীর দে উনাকে প্রতিনিয়ত ধর্ষণ করত। এছাড়াও সমীর দে রাত্রি বেলায় উনার বন্ধুদের বাড়ীতে নিয়ে গৃহবধূকে শ্লীলতাহানির প্রয়াস চালিয়ে যেত। এইসকল অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গৃহবধূ প্রতিবাদ করায় হাতুড়ে চিকিৎসক সমীর দে এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব জোলাইবাড়ী মন্ডলের সদস্য তথা দক্ষিণ জেলার কিষাণ মোর্চার সদস্য নারায়ণ শীলকে দলবল নিয়ে মারার জন্য ৩ লক্ষ টাকা দেয় বলে অভিযোগ।

পরবর্তী সময় নারায়ণ শীল টাকা পেয়ে এলাকার আরো কিছু লোক প্রিয়তোষ বিশ্বাস, খোকন পাটারী, শ্যামল ভৌমিক ও প্রবীর সুরকে সঙ্গে নিয়ে গৃহবধূকে প্রকাশ্য বাইখোড়া মাছবাজারে মারধর করে বলে ☛৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ির ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু বিশ্রামগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। বিশ্রামগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। মৃত বৃদ্ধার নাম রবীন্দ্র দেববর্মা। জানা গেছে, ওই বৃদ্ধ বাড়ি থেকে বিশ্রামগঞ্জে রাবার শিট বিক্রি করার জন্য আসছিলেন। তখনই রাস্তায় পেছন দিক থেকে আসা একটি ওয়াগনার গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয়। গাড়ির ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন ওই বৃদ্ধ।

তাতে তিনি গুরুতর ভাবে আহত হন। স্থানীয়রা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে প্রথমে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে ☛৬ এর পাতায় দেখুন

আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছে রাজ্য সরকার ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো আত্মনির্ভর ত্রিপুরা, মডেল ত্রিপুরা ও ঘরে ঘরে রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি করা। এই লক্ষ্য নিয়েই রাজ্য সরকার কাজ করছে। এবার বিধানসভা অধিবেশনে প্রারম্ভিক ভাষণে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইল আর্য এই কথাটাই বার বার উল্লেখ করেছেন। ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর আলোচনার পর তা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়। আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর আলোচনার সূচনা করে একথা বলেন সংসদীয় বিষয়ক ও শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।রাজ্যপালের ভাষণের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন, কিভাবে মডেল রাজ্য হয় এবং ইচ্ছে করলে যে তা করা যায় রাজ্য সরকার একটার পর একটা সিদ্ধান্ত কার্যকর করে তা করে দেখাচ্ছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক নিষ্ঠা নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এনসিইআরটি-র সহযোগিতায় প্রায় ৩০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ঐ ম্যাগাজিনে এই প্রশিক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলেছে প্রশিক্ষণ সর্বাত্মক সফল হয়েছে। তারা বলেছে, সারা দেশে যে ৪২ লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষক রয়েছেন তাদের যেন ত্রিপুরার মডেল অনুসরণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এটা হল মডেল ত্রিপুরার একটি উদাহরণ। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যারা রাজ্য সরকারের ইতিবাচক কাজের সমালোচনা করছেন তাদের দিকে নজর দেওয়ার দরকার নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ইতিবাচক হও। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর এই প্রথম রাজ্যের কোনও মুখ্যমন্ত্রী এবং তার টিম মডেল ত্রিপুরা গড়ার, আত্মনির্ভর, স্বাবলম্বী ত্রিপুরা গড়ার কথা বলেছেন। ☛৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামী রেখে পর পুরুষের সাথে গৃহবধূর পলায়নের ঘটনায় ভাগ্যপুরে লঙ্কাকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি,ধর্মনগর, ২১ মার্চ।। স্বামী রেখে পর পুরুষের সাথে পলায়ন।দেড় লক্ষ টাকায় ঘটনা মিটমাট। পরবর্তীতে গৃহবধুর বাবার বাড়ির লোকজন দারা অভিযুক্ত যুবকের বাড়িতে আক্রমণ। থানায় মামলা। এলাকাজুড়ে তীব্র উত্তেজনা। ঘটনা ধর্মনগর থানাধীন ভাগ্যপুর এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আনুমানিক এক মাস পূর্বে উত্তর জেলার ধর্মনগর থানাধীন ভাগ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নং ওয়ার্ডের আলম বাজারের বাসিন্দা কাদির মিয়ার সাথে একই এলাকার সোনাই মিয়ার স্ত্রী রাতের আধারে পালিয়ে যায়।পালিয়ে যাবার পর গৃহবধুর বাবার বাড়ির লোকজন কাদির মিয়ার বাড়ির লোকজনদের তাদের মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে চাপ সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ।

তারপর প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে গৃহবধূকে তার স্বামীর হাতে তুলে দেয় কাদিরের পরিবার।যদিও গৃহবধূকে পালিয়ে নিয়ে যাবার পর থেকে অভিযুক্ত যুবক বহিঃ রাজ্যে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। কিন্তু রবিবার রাত নয়টা নাগাদ গৃহবধুর পিতা সহর উল্লাহ কুড়ি পঁচিশ জন লোকজন নিয়ে কাদিরের বাড়িতে আক্রমণ ☛৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা১৬৩ ▫ ২২ মার্চ ২০২২ ইং ▫৭ ফাল্গুন ▫মঙ্গলবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সবার উপরে মানুষ সত্য

মানবতাই তাহাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মানবজাতি। মানবতা আছে বলিয়াই আমরা মানুষ হিসাবে চিহ্নিত।অতি প্রাচীন যুগ হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানবজাতি ক্রমে ক্রমে সভ্যতার আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এই প্রশংসা লাভে সমর্থ হইল। মানবেতিহাসে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই অত্যুচ্চ ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রথম ক্ষেত্র হইয়াছিল এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ভারতের প্রজ্বালিত জ্ঞানময় প্রদীপের প্রভায় ক্রমে ক্রমে উদ্ভাসিত হইল। উৎকৃষ্ট স্তরের মানবগণ সভ্য মানবসমাজের পবিত্রতা, সচ্চরিত্রতা, সংযম, শৃঙ্খলা ও সুখশান্তি প্রভৃতির জন্য বিশুদ্ধ মানব নীতি প্রণয়ন করিয়া নৈতিক ধর্মের প্রচার করিলেন এবং তাঁহারা আত্মা ও পরমাত্মা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়ের অনুশীলন না করিলেও এবং নিরীশ্বর ও নাস্তিক হইয়াও অনেকে জগতের কল্যাণকামীনীতিপরায়ণ সজ্জন বলিয়া বন্দনীয় হইলেন। ভগবান্ শ্রীবুদ্ধ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বা অভাব সম্পর্কে নীরব থাকিয়াও পরলোক, জীবাত্মার নির্বাণ, অহিংসা, মৈত্রী, করুণা ও উৎকৃষ্ট মানবনীতিসমূহের প্রচার সহ মানবজাতিকে সৎকর্মশীল, স্বাবলম্বী ও বিশুদ্ধচিত্ত করার জন্য অত্যন্ত যত্নবান্ হইয়া এশিয়ার আলো নামে বিশ্বজনের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু নৈতিক চরিত্রে সমুন্নত কিছু কিছু সজ্জনের মনে চেতন অচেতন জীবজগতের সৃষ্টিরহস্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উদয়ে তাঁহারা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ হইয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং প্রগাঢ় ধ্যানযোগে হৃদয়ে উপলব্ধ সত্য পরবর্তী মানবসমাজের পরম মঙ্গলের জন্য বেদ ও উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ করিয়া সেই অক্ষয় সম্পদ্ রাখিয়া গেলেন। সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী সর্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান্‌কে জ্ঞান ও ভক্তিযোগে জানিলেন ও দর্শন করিলেন এবং একমাত্র সেই পরম পুরুষকে জানা ও লাভ করা ছাড়া এই অনিত্য, দুঃখপূর্ণ ও মায়াময় দুস্তর সংসার-সমুদ্রের জন্মমৃত্যুপ্রবাহ হইতে চিরতরে উদ্ধার লাভ করিয়া সংসার-নিবৃত্তি ও শাশ্বত সুখ শান্তি প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই এই চিরন্তন সত্যবাণী মানবজাতির হিতার্থে ঘোষণা করিলেন। আধ্যাত্মিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিভূমি একান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই। কিন্তু পরলোক ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষ নৈতিক চরিত্রের সাধনা করিতে করিতে ঈশ্বরের কৃপাপ্রার্থী হইলে তাঁহার কৃপায় শক্তিমান্ হইয়া সত্বর মায়িক জগতের কামক্রোধাদি রিপু ও নানা প্রলোভন দমন করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেম-ভক্তি লাভ করিতেও সমর্থ হইতে পারে। সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরকে স্বীকার না করিয়াও কেহ যদি নিজ শক্তিতে কামাদি অন্তঃশত্রুর জয়ী, নৈতিক চরিত্রে সমুন্নত ও বিশ্বদ্ধচিত্ত সজ্জন হইতে পারেন তাহা নিশ্চয়ই প্রশংসার বিষয়। কিন্তু নানা প্রলোভন ও লালসায় পূর্ণ এই জগতে অতি চঞ্চল মনকে জয় করিয়া কায়মনোবাক্যে পবিত্র হওয়া কোটি কোটি নরনারীর পক্ষে অত্যন্ত সুকঠিন, এই জন্যই সকল দেশ ও জাতির জগন্মঙ্গলকারী মহাজনগণ নিজেরা প্রভূত উপকার পাইয়া বিশ্বমানবের স্থায়ী ভবরোগের চিরশান্তির উপায় ঈশ্বরোপসনা নামক একটি সিদ্ধ মহৌষধের ব্যবস্থা দিয়াছেন ও দিতেছেন। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যেভাবে অধঃপতন পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাতে মানবতা বিপন্ন। ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালনা করা মানবতাবাদি প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ধাবিত হইবে। ইহার ফলশ্রুতিতে সমাজে উশৃংখলতা অশান্তি এবং বিপর্যয় নামিয়া আসিতে বাধ্য হইবে। মানবতার মধ্য দিয়ে মানবধর্মকে উজ্জীবিত করিতে হইবে। মানবধর্ম যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তাহা প্রমাণ করিতে হইবে।

ভোরের বাতাসে শিরশিরে ভাব উধাও, পাল্লা দিয়ে গরম বাড়ছে দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি.স.): ভোরের সময় বাতাসে যে শিরশিরে ভাব ছিল, তা একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছে। পুরোমাত্রায় গরম পড়েছে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে। বাতাসে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি অস্বস্তি আরও বাড়াচ্ছে, সেই সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। আগামী কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। কলকাতায় এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখনও মার্চ মাস শেষ হয়নি, এরইমধ্যে এতটা গরম পড়েছে দক্ষিণবঙ্গে। আগামী মাসগুলিতে গরম যে আরও বাড়বে তা বলাইবাহুল্য। এদিকে, গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে জলের অভাব দেখা দিচ্ছে। নলকূপ থেকে উঠছে না জল, শুকিয়ে যাচ্ছে পুকুরের জল।

ছোটরাও এবার সুরক্ষিত

কলকাতা-সহ রাজ্যে শুরু ১২-১৪ বছর বয়সিদের টিকাকরণ

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি.স.): কলকাতা-সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সোমবার থেকে শুরু হয়ে গেল ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের কোর্বেভ্যাক্স টিকা প্রদান কর্মসূচি। আপাতত শুধু সরকারি টিকা কেন্দ্রেই ওই প্রতিষেধক মিলবে। কলকাতার মোট ৩৭টি টিকাকরণ কেন্দ্র ও যে সমস্ত স্কুল রাজি সেখান থেকেই দেওয়া হয়েছে টিকা। এর আগে গত ১৬ মার্চ দেশজুড়ে ১২-১৪ বছর বয়সিদের টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হলেও, পশ্চিমবঙ্গেই শুধুমাত্র শুরু হয়নি। অবশেষে সোমবার থেকে পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হয়ে গেল ছোটদের টিকাকরণ কর্মসূচি।রাজ্যের ২৮টি জেলা (স্বাস্থ্য জেলা-সহ) মিলিয়ে ২৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৮০০ ডোজ টিকা পাঠানো হয়েছে। স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়েরা এই টিকা তো পাবেই। স্কুলছুটেরাও যাতে বঞ্চিত না-হয়, সে-দিকে নজর রাখা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারিতে রাজ্যে কোর্বেভ্যাক্সের প্রায় ৩০ লক্ষ ডোজ টিকা এসেছিল। কয়েক দিন আগেই প্রয়োজন অনুযায়ী টিকা পাঠানো হয়েছে সমস্ত জেলায়। সব থেকে বেশি টিকা গিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। সেখানে দু'লক্ষ ৬৮ হাজার ২০০ ডোজ বরাদ্দ হয়েছে। লক্ষাধিক টিকা বরাদ্দ হয়েছে ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলা, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, মালদহ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর দিনাজপুরের মতো প্রতিটি জেলার জন্য। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, টিকা নেওয়ার জন্য ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সিদেরও কোউইন পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। তবে বাড়ির কারও নামে আগে থেকে ওই পোর্টালে অ্যাকাউন্ট খোলা থাকলে সেখানেও ছোট সদস্যের নাম নথিভুক্ত করা যাবে। আবার অনলাইনে যদি কারও সমস্যা হয়, তা হলে সরাসরি সরকারি টিকা কেন্দ্রে গিয়েও নাম নথিভুক্ত করে টিকা নিতে পারবে।

সার্ধশতবার্ষিকীতে দেশবন্ধুকে ফিরে দেখা

প্রবীর মজুমদার

১৯২০-র দশকে বাংলায় এক নতুন ধরনের বিকাশ হয় মূলত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে। আজ সার্ধ শতাব্দী পরে তাঁকে ফিরে দেখা বিশেষভাবে জরুরি হয়ে পড়েছে, বিশেষত বর্তমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আস্ফালনের মোকাবিলার পরিপক্ষিতে। ১৯৯৭ সালের এপ্রিলে অর্থাৎ ৪৭ বছর বয়সে কলকাতার ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জনের সরাসরি রাজানৈতিক আত্মপ্রকাশ। এক নতুন প্রাদেশিক আবেগের জোয়ার দেখা গিয়েছিল সেই সময়ের বাংলার রাজনীতিতে। তা হয়ত ভারতীয় জাতীয়তবাদের বিরোধী ছিল না, কিন্ত সর্বাংশে তার অনুগামী না হয়ে নিজস্ব পথ খোঁজার চেষ্টা করেছিল। এই ধরনের প্রাদেশিক চেতনা বাংলার মতো ভারতের প্রান্তেও বিকশিত হয়েছিল।

সেই সময়ে বাংলায় কংগ্রেসের পুরনো দিনের নেতা উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পালেদের প্রভাব কমেছে। চিত্তরঞ্জন বাংলা সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। নতুন ধরনের রাজনীতি চিত্তরঞ্জনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে সময়ে নির্বাচনী রাজনীতির

আত্মপ্রকাশের কারণে জনতাকে প্রভাবিত করার একটা তাগিদ উদ্ভূত হয়েছিল। প্রবীণ কংগ্রেসীদের মতো বিলেত ফেরত নামী ব্যারিস্টার হলেও তিনি রাজনীতির ভাষা হিসাবে ইংরাজির বদলে বাংলাকে স্থান করে দিলেন। পাশাপাশি অবিভক্ত বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিলেন।

মর্লে মিন্টো সংস্কার ছিল ভারতের স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির পথে সাংবিধানিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এক মাইলফলক। কিন্ত মর্লেমিন্টো সংস্কারের মধ্য দিয়ে আসা পৃথক ধর্মভিত্তিক নির্বাচনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে হিন্দু মহাসভার জন্ম হয়েছিল ১৯০৯ সালে। হিন্দু সমাজের ভিতর থেকে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল এবং ধর্মভিত্তিক নির্বাচনের প্রস্তাব এলে তা আরো বৃদ্ধিপেল। বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণি, যারা ছিল মূলত উচ্চবর্ণ হিন্দু, তারাই বেশি

সংখ্যায় সে সময়ে কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিলেন। এই ভদ্রলোক শ্রেণি তাদের ক্ষমতা হারানোর ভয় থেকে অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্নে তখন এককাট্টা। অন্যদিকে চরমপন্থীরা মনে করেছিলেন হিন্দুদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন থাকা দরকার। কংগ্রেস দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয়। সেই ভাবনা থেকেই হিন্দু মহাসভার আবির্ভাব। কিন্তু সেই সময় হিন্দু মহাসভা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ধর্মীয় উন্মাদনার মুখে দাঁড়িয়েও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সংকটের বাস্তব দিকগুলোকে আন্তরিকভাবে অনুধাবনের প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। আর এর পুরোভাগে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মহাত্মা গান্ধির জাতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাবের পর, বিশেষ করে গণআন্দোলন পর্ব শুরু হলে ধর্মীয় উগ্রতা অনেকটাই কমে যায়। ১৯১৬-র লক্ষ্ণৌ চুক্তির সূত্রে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের প্রথম সারির নেতারা প্রথমবারের জন্য কাছাকাছি আসেন এবং সৌহার্দ্যের বাতাবরণ তৈরি হয়।

১৯১৯-এর অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলন রাজনীতির পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯২২-এর চৌরিচৌরার ঘটনায় গান্ধিজি আচমকাই গণআন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন এবং এই পর্বে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ভেঙে পড়ে। এই পর্বেই জন্ম নেয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস। নতুন করে বিকশিত হয় হিন্দু মহাসভা। সাম্প্রদায়িক বিরোধকে কাজে লাগিয়ে এই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো পাশাপাশি একইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছিল মুসলিম লিগও। কংগ্রেসের অনেক নেতাও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে যথেষ্ট বিপজ্জনক অবস্থান নিলেন। এই জটিল এবং পারস্পরিক অবিশ্বাসের আবহাওয়াতে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তার অনুগামীরা। কংগ্রেসের ভিরত থেকেই তারা স্বরাজ দল নামে আলাদা একটি মঞ্চ তৈরি করে এই ব্যাপারে এগিয়ে ছিলেন। চিত্তরপ্রন স্বরাজ দল তৈরির প্রয়োজন অনুভব করেন গান্ধির নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের বেশ কিছু রণকৌশলের বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে। কংগ্রেসের যে গোষ্ঠী চিত্তরঞ্জনের সমর্থক ছিলেন,তাদের মধ্যে মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, বিটলভাই প্যাটেল প্রমুখ।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জন সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন হিন্দু মুসলিম ঐক্যের ওপর, তাঁর অভিমত ছিল, মুসলিম সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে স্বরাজ্যবাসীদের ভিত পোক্ত হবে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন রাজনৈতিক বাস্তববাদী এবং প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখেও নিজ অবস্থানে অনড়। হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রতি প্রয়োজনীয় দিকটি বাস্তব সমাধানের উদ্দেশ্য তিনি এক বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে বাংলার মুসলমান সমাজের আস্থাভাজন হয়ে তাদের নিজের পক্ষে আনার চেষ্টা করেন। এই চুক্তিটিই বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত। ১৯২৩-এর ১৬ ই ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত স্বরাজ পরিষদীয় দলের এক সভায় এই চুক্তিটির শর্তাবলী গৃহীত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বাংলার কংগ্রেসের অনেক নেতা চক্তিটির বিরোধিতা করেন। এংদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁদের ভয় ছিল যে, এই চুক্তি হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করবে। এবং পাশাপাশি তাঁরা চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের অভিযোগ আনেন। চিত্তরঞ্জন কিন্তু সকল বিরোধিতার মুখেও অটল থাকেন। তিনি বলেন, হিন্দু মুসলমান ঐক্য ব্যতীত স্বরাজ সম্ভবপর নয়। তিনি পাশে পেয়ে যান যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, অনিলবরণ রায়, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, প্রতাপচন্দ্র গুহকে। তাঁর এই পরিকল্পনার প্রতি বাংলার অধিকাংশ মুসলমানের প্রাণঢালা সমর্থন ছিল। এমনকী বিভিন্ন মুসলমান সংগঠন এবং গণমাধ্যমগুলো ঔদার্য প্রদর্শনের জন্য হিন্দু নেতাদের ধন্যবাদ জানান।

কিন্তু ১৯২৩-এর একেবারে শেষ লগ্নে জাতীয় কংগ্রেসের কোকনদ সম্মেলনে এই চুক্তিটি বাতিল করা হলে চিত্তরঞ্জনের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। তাঁর মতে, কোকনদে কংগ্রেস যে মস্ত ভুলটা করেছিলে সেটি ছিল কংগ্রেসের আন্দোলনের ইতিহাসে জঘন্যতম ভুল, যার ফলে হিন্দু মুসলিম ঐক্য এক বিরাট ভাঙনের মুখে এলে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭-এ দেশভাগের বীজ রোপিত হয়ে যায়। এর পরেও দেশবন্ধু হাল ছাড়েননি। কিন্তু ১৯২৫-এ তাঁর অকালমৃত্যুতে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। তার মৃত্যুর পর তাঁর কয়েকজন সমর্থকও এই চুক্তি বর্জন করেন। অনেক বাঙালি মুসলিম রাজনৈতিক নেতা মর্মাহত হন। তাঁরা কংগ্রেস ও স্বরাজ উভয় দল থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেন। মৌলভী আব্দুল করিম, মওলানা আব্দুর, রউফ, খান বাহাদদুর আজিজুলহক, সুরাওয়ার্দি, ফজলুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতাদের উদ্যোগে ১৯২৬ সালে ইন্ডিপেনডেন্ট মুসলিম লিগ পার্টি গড়ে ওঠে। যে ঐক্যচিন্তা থেকে চিত্তরঞ্জন তাঁর স্বরাজ দলকে নিয়ে এগিয়েছিলেন তা পরিপূর্ণ বিকাশিত হতে পারলে শুধু বাংলা নয়, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে অন্যরকম হতে পারত।

কিন্তু ইতিহাসে কী হলে কী হত এই কল্পবিলাসে না গিয়ে আজকের দিকে একটু তাকাই। বর্তমানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে বিষবৃক্ষ আমাদের সামনে যে নতুন সংকট এনে দিয়েছে, আজকের বাস্তবাতা অনুযায়ী তার মোকাবিলা করা দরকার। সেই কাজে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আমাদের পথ প্রদর্শক হতে পারেন। দেশবন্ধুর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে দেশের বর্তমান নেতাদের দেখলে শুধুই এই কথাই মনে হয়, যাঁরা নিজের সম্পদবৃদ্ধির জন্য মানুষ ঠকিয়ে রাজনীতি করেন তাঁর মানুষের কোন মঙ্গল করবেন? সাধারণ মানুষ আজ এইশব ক্ষমতালোভী রাজনীতিক দলগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ। আজ প্রয়োজন দেশবন্ধুর মতো বড় চরিত্রসৃষ্টির রাজনৈতিক চর্চার। তিনি দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে শিখিয়েছিলেন। এই কারণেই ২০২০ সালের ভারতে বসে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির রাজনীতি দেখতে দেখতে এই বাংলায় দেশবন্ধুর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধার করা আমাদের জরুরি কর্তব্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সার্ধশত জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ইসিজি'র প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে কেন ?

অসীম সুর চৌধুরী

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা পরিসংখ্যান বলছে ফি বছর সারা পৃথিবীতে হৃৎরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ আর ভারতে এটা ২১ লক্ষ্যের উপরে। তবে এটা ২০১৬-র হিসাব। নিঃসন্দেহে এই ক'বছরে সংখ্যাটা আরও বেড়েছে। তাই করোনা কালেও বলতে হচ্ছে হৃদরোগের সমস্যাটা আরও ভয়ানক।

হৃৎপিন্ড স্বাভাবিক কাজকর্ম করছে কিনা তা জানার জন্য বর্তমানে যে যন্ত্রটার সাহায্যে আমাদের প্রথমেই নিতে হয় তার নাম 'ইলেক্ট্রো কার্ডিও গ্রাম' বা সংক্ষেপে 'ইসিজি'। দেখা যাচ্ছে যে হৃৎপিন্ডের ছন্দময় সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খুব অল্প পরিমাণ এ সি ভোল্টেজ (কয়েক মিলি ভোল্ট) উৎপন্ন হয়। এই এ সি তরঙ্গগুলোর গতি প্রকৃতি ইসিজি যন্ত্রে সাহায্যে দেখা যায় এবং রেকর্ডও করা যায়। বস্তুত এই তরঙ্গগুলো বিশ্লেষণ করে একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অন্যায়াসেই বলেদিতে পারেন যে ওই হৃদপিন্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক।

কিন্তু আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে হৃৎপেশীর চরিত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদেরও কোনও ধারণাই ছিল না। এর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে যে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক ভোলেজট উৎপন্ন হয় তা ছিল অজানা। কিন্তু একটা ঘটনার পর্যবেক্ষণ জীবন বিজ্ঞানীদেরএই ব্যাপারে মনোনিবেশ করার জন্য উৎসাহিত করল।

১৭৮৬ সালের ঘটনা। তখন ইটালির বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লুইগি গ্যালভানি' নামে একজন বিখ্যাত শারীরবিদ ছিলেন। একদিন গ্যালভানি কতগুলো কাটা ব্যাং নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। এই কারণে ব্যাঙের কিছু কাটা পা লবণ জলে ভিজিয়ে পিতলের হুকে গেঁছে তিনি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এর ঠিক নীচে একটা লোহার রেলিং ছিল। সেই সময় হাওয়ায় দুলে দুলে ব্যাঙের পা সেই লোহার রেলিংকে বার বার স্পর্শ করছিল। গ্যালভানি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে ব্যাঙের পা যখনই লোহার রেলিংয়ে ছোঁয়া লাগছে তখনই সেই পায়ের মাংশপেশী কুঁচকে গিয়ে আবার ছিটকে পড়ছে। অর্থাৎ ওই কাটা পায়ের মধ্যে যেন একটা স্পন্দন দেখা গেল। এর থেকে গ্যালভানির মনে ধারণা জন্মাল যে, ব্যাঙের পায়ের মাংসপেশীতে আপনা থেকেই তড়িৎ জন্মেছে, আর যার ফলে ওইরকম স্পন্দন দেখা গিয়েছে। গ্যালভানির ধারণাটা পুরোপুরি সত্যি না হলেও প্রাণীদের মাংসপেশী সঞ্চালনের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় কিনা তা জনার কিন্তু সেই শুরু। তারপর নানা গবেষণার মধ্য দিয়ে জীব বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন যে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। হৃদপেশীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। হৃৎপিন্ডের অবিশ্রান্ত সংকোচন ও প্রসারণের ফলে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। হৃদপেশীর ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে। হৃৎপিন্ডের অবিশ্রান্ত সংকোচন ও প্রসারণের ফলে সবসময় আমাদের দেহের হৃৎপেশীতে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়ে চলেছে। সেই ভোল্টেজ তরঙ্গের ছবি ইসিজি যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দেখতে পাই এবং তা রেকর্ডও করতে পারি।

ইসিজি কীভাবে কাজকর্ম করে তা বুঝতে গেলে আগে হৃৎপিন্ড সম্বন্ধে কতগুলো তথ্য আমাদের জেনে নিতে হবে।

মানুষের হৃৎপিন্ডকে যদি প্রস্থচ্ছেদ করে আমরা দেখি তবে দেখতে পাব যে এতে মোট চারটে প্রকোষ্ঠ আছে। ওপরের প্রকোষ্ঠ দুটোর নাম 'বাম অলিন্দ' ও 'ডান অলিন্দ'। এবং নীচের দুটোর পরিচয় 'নাম নিলয়' ও 'ডান নিলয়' নামে। রক্তকে পাম্প করে আমাদের দেহের সমস্ত প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার পেছনে হৃৎপিন্ডের ওই চারটে প্রকোষ্ঠের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃৎপিন্ডে যে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের উদ্ভব হয় তার উৎস কোথায়? বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে ডান অলিন্দের একেবারে ওপরের দিকে একটা ছোট্ট বিন্দুর মতো স্থান থেকে ওই বৈদুতিক ভোল্টেজের জন্ম হচ্ছে। এই স্থানটা 'পেশমেকার' বা 'সিনো অ্যাটারিয়ানল নোড' নামে পরিচিত। সংক্ষেপে একে এস এ নোডও বলা হয়। এই এস এ নোড কতকগুলো বিশেষ ধরনের কোষ দিয়ে তৈরি যারা সমবসময় ইলেকট্রিক ভোল্টেজ উৎপন্ন করে চলেছে। এই বৈদ্যুতিক ভোল্টেজকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'অ্যাকশন পোটেনশিয়াল'। এই 'অ্যাকশন পোটেনশিয়াল' তরঙ্গ এরপর হৃৎপিন্ডের 'রায় কেন্দ্রস্থলের একটা বিন্দুতে পৌঁছায়, যার নাম 'অ্যাটারিও ভেন্ট্রিকুলার নোড সংক্ষেপে এ ভি নোড। তারপর কতগুলো তন্তুর সাহায্যে যাদের নাম 'পার্কিন্‌জ' তন্তু, এই তরঙ্গ সারা হৃৎপিন্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে হৃৎপিন্ডের চারটে প্রকোষ্ঠর মধ্যেই হৃৎপিন্ডের 'অ্যাকশন পোটেনশিয়াল' তরঙ্গগুলো বিরাজ করছে। হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে এই তরঙ্গগুলোর আকৃতিরও বদল ঘটে। ইসিজি যন্ত্রে সাহায্যে তরঙ্গগুলোর হুবহু লেখচিত্র আমরা পেয়ে যাই।

প্রাণীদের হৃৎস্পন্দনের ফলে বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়, এই কথাটা প্রথম প্রমাণ করেন ইতালির পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর কার্লো ম্যাটিইকসি, ১৮৩৮ সালে। কিন্তু মানুষের হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতি প্রথম রেকর্ড করার কৃতিত্ব 'আগস্টাস ওয়ালার'-এর ১৮৮৭ সালে। তিনি ক্যাপিলার ইলেক্‌ট্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে ওই কাজটা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক ইসিজি যন্ত্রের জনক বলতে যাকে বোঝায় তিনি হলেন, প্রফেসর ইউলিয়াম এ্যাইনস্‌ওভেন। ১৯০৩ সালে তাঁর আবিষ্কৃত ইসিজি যন্ত্রের মূল বিত্তি ছিল স্ট্রিং গ্যালভানোমিটার। এই ইসিজি নামটা তিনিই প্রথম ব্যবহার করেছেন। এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯২৪ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। কিন্তু এই স্ট্রিং গ্যালভানোমিটার পদ্ধরি সাহায্যে হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতি রেকর্ড করতে গিয়ে নানা অসুবিধা দেখা দিল। এই বাধাগুলো কীভাবে দূর হবে তা নিয়ে গবেষণা চলতে লাগল। ১৯৪৮ সালে সুইডেন-এর এক ইঞ্জিনিয়ার নাম রুনে এলম্‌কিউভিস্ট, সরাসরি রেকর্ড করার ক্ষমতাযুক্ত ইসিজি যন্ত্র তৈরি করেন। এই পদ্ধতিতে একটা ইস্ক জেট প্রিন্টার এর সাহায্যে সরাসরি ছক কাগজের উপর হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতির লেখচিত্র এঁকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। বর্তমানে ইসিজি যন্ত্রের আরও অনেক উন্নতি সাধন করা হয়েছে। এখন কম্পিউটারইজড ইসিজি যন্ত্রে সাহায্যে হৃদয়ের অতি সূক্ষ্ম গতিপ্রকৃতির তথ্য দেখা যায় এবং রেকর্ড করা যায়। ইজিসি পরিমাপের জন্য অনেকগুলো বিশেষ দরনের 'তার রোগীর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়। এই তারগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'ইলেকট্রোড'। সাধারণত দশটা 'ইলেকট্রোড' থাকে তবে তিনটে বা পাঁচটা 'ইলেকট্রোড' ও ব্যবহার হয়। দশটা 'ইলেকট্রোড'কে শরীরের দশ জায়গায় স্থাপন করা হয়। এগুলো হল বাঁ হাত ও ডান হাতের কবজি, বাঁ পা ও ডান পায়ের গোড়ালির ঠিক উপরে আর বাঁদিকে বুক যেখানে হৃৎপিন্ড অবস্থান করে সেখানে ছটা বিভিন্ন জায়গায়। এই দশটা 'ইলেকট্রোড'-এর তারের রং আলাদা আলাদা এবং কোন অঙ্গে কোন তার লাগানো হবে তা স্থির করা থাকে। একটা তালিকা করে ব্যাপারটা দেখানো হল। ইলেকট্রোডগুলো হাত, পা ও বুকের লাগানোর পর এদের 'লিড' নামে অভিহিত করা হয়। যেমন ডান পায়ে যে তার লাগানো হয় তাকে বলে আর এল লিড, বাঁ হাতে যে তার লাগানো হয় তার নাম এল এ লিড' ইত্যাদি। এইভাবে সমস্ত লিডগুলো বিভিন্নভাবে বিন্যাস ও সমবায়ের সাহায্যে মোট ১২ রকম ভাবে রেকর্ড করা হয়। এর ফলে ছক কাগজে ১২ ধরনের লেখচিত্র পাওয়া যায়। এই জন্য এর নাম '১২ লিড ইসিজি'।

কীভাবে ইসিজি যন্ত্র কাজ করে ? খুব সহজ ও সাধারণভাবে বলা হচ্ছে। হৃৎপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে যে ক্ষুদ্র এ সি ভোল্টেজের সৃষ্টি হয় তা দুটো লিড এর সাহায্যে ইসিজি যন্ত্রে পৌঁছে দেওয়া হয়। যন্ত্রে ভিতর কয়েক ধাপ অ্যাম্প্লিফার লাগানো থাকে। তার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় সেই ক্ষুদ্র এ সি ভোল্টেজ ধাপে ধাপে বর্ধিত হয়ে অনেক গুণ বেড়ে যায়। তারপর সেই বর্ধিত এ সি ভোল্টেজকে ইসিজি রেকর্ডরে নিয়ে আসা হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির উদ্যোগে সোমবার প্রজ্ঞা ভবনে রাজ্যভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছেন। ছবি ঃ নিজস্ব।

রাজ্যের বহু উগ্রপন্থীকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছে সরকার

বি-সভায় কমলাক্ষকে তথ্য সহকারে জানান মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২১ মার্চ (হি.স.) : রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংগঠনের সদস্যদের জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে বিজেপি সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করে চলছে। বর্তমান রাজ্য সরকার কার্বি লংরি উত্তর কাছাড় লিবারেশন ফ্রন্ট (কেএলএনএলএফ), কার্বি পিপলস লিবারেশন টাইগার (কেপিএলটি), পিপলস ডেমক্র্যাটিক কাউন্সিল অব কার্বি লংরি (পিডিসিকে) এবং ইউনাইটেড পিপলস লিবারেশন আর্মি (ইউপিএলএ), এই চারটি কার্বি উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই সব উগ্রপন্থী সংগঠন যথাক্রমে গত বছরের ২০ সেপ্টেম্বর, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮ সেপ্টেম্বর এবং ১২ সেপ্টেম্বর নিজ নিজ সংগঠন ভঙ্গ বলে ঘোষণাও করেছে।বিজেপি সরকারের আমলে কোন কোন উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে? প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের তারা বিহীন ১৮৮ নম্বর লিখিত প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী তথা গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ সোমবার বিধানসভা অধিবেশনে এই তথ্য তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট নামক উগ্রপন্থী সংগঠনটি ২০২১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর একপক্ষীয় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। সেই সঙ্গে দুটি একে-৮ এম সিরিজের রাইফেল সহ ৮৩টি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, ১,১৬১টি সক্রিয় গুলি এবং তিনটি গ্রেনেড সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে উগ্রপন্থী সংগঠনটি।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারি আরও দুটি উগ্রপন্থী সংগঠন ইউনাইটেড গোর্খা পিপলস অর্গানাইজেশন (ইউজিপিও) এবং তিওয়া লিবারেশন আর্মি (টিএলএ) রাজ্য সরকারের কাছে অস্ত্র সংবরণ করেছে। ইউনাইটেড গোর্খা পিপলস অর্গানাইজেশন ২৮টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৩৮ রাউন্ডি সক্রিয় কার্তুজ এবং ২০২টি গ্রেনেড সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। অনুরূপভাবে তিওয়া লিবারেশন আর্মি ৩৭টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৩৮৭ রাউন্ড সক্রিয় কার্তুজ এবং ১০টি গ্রেনেড জমা দিয়েছে সরকারের কাছে। সেই সঙ্গে বিটিএডিতে গড়ে ওঠা বড়ো উগ্রপন্থী সংগঠন ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব বড়োল্যান্ড (এনএলএফবি) বর্তমান সরকারের কার্যকালে অস্ত্র সংবরণ করে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে।

উগ্রপন্থী সংগঠন এনএলএফবি ৪৫টি একে-২২ সিরিজের রাইফেল, ১,৩২৩টি সক্রিয় কার্তুজ এবং ১৬টি গ্রেনেড সরকারের কাছে জমা দিয়েছে বলে কমলাক্ষের প্রশ্নের জবাবে লিখিতভাবে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অন্য একটি প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী লিখিতভাবে জানান, তৎকালীন তরুণ গগৈ সরকারের আমলে চারটি উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ২০০৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বড়ো লিবারেশন টাইগার (বিএলটি), ২০১১ সালের ২৫ নভেম্বর ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্র্যাটিক সলিডারিটি (ইউপিডিএস), ২০১২ সালের ৮ অক্টোবর ডিমা হালাম দাওগা (নুনিসাপন্থী) এবং ডিমা হালাম দাওগা (জুয়েলপন্থী), এই চারটি সংগঠন শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। অনুরূপভাবে তরুণ গগৈ সরকারের কার্যকালে ২০১১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম (আলফা)-এর আলোচনাপন্থী সংগঠন অনির্দিষ্টকালের জন্য যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী তথা গৃহ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।গৃহমন্ত্রী ড় শর্মা জানান, এছাড়া অন্য আরও নয়টি উগ্রপন্থী সংগঠন তরুণ গগৈ সরকারের কার্যকালে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। আর এই সংগঠনগুলোর সঙ্গে বর্তমান সরকারের শান্তি আলোচনা প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে বলেও কমলাক্ষ দে পুরকয়স্থের প্রশ্নের জবাবে বিধানসভা অধিবেশনে তথ্য সহকারে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, আলফা-র আলোচনাপন্থী গোষ্ঠী এবং সরকারের মধ্যস্থতাকারীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে কয়েক দফায় ত্রিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই সঙ্গে বর্তমানে সক্রিয় উগ্রপন্থী সংগঠন পরেশ বরুয়া নেতৃত্বাধীন আলফা (স্বাধীন) সরকারের আহ্বানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ২০২১ সালের ১৮ মে থেকে একপক্ষীয় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনার মাধ্যমে আলফা সমস্যার সুমীমাংসা করার জন্য আলফা (স্বাধীন)-এর সেনাধ্যক্ষ পরেশ বরুয়াকে আলোচনার টেবিলে বসতে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। সেই বিষয়টিও লিখিত জবাবে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।উগ্রপন্থী সংগঠন আলফার সঙ্গে শান্তি চুক্তি প্রক্রিয়ায় বরাক উপত্যকার নাগরিকদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে কি? আগামীতে মতামত গ্রহণ করা হবে কি? কমলাক্ষ দের পুরকায়স্থের এই প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, যে কোনও উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে শান্তি আলোচনা রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার করে থাকে। সরকারি ভাবে এ ধরনের শান্তি আলোচনায় কোনও বিশেষ অঞ্চলের নাগরিকের মতামত নেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই।

ভারতের বিদেশনীতি সারা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে : হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.): ভারতের বিদেশনীতি সারা বিশ্বে প্রশংসিত। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ভারতের বিদেশ নীতির প্রশংসা করার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার একথা বলেন ভারতের বিদেশ সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা।

ইমরান খানের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বিদেশ সচিব বলেন, এটা শুধু একজনের বিষয় নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেওয়া বিদেশ নীতির উদ্যোগ সারা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে।এটি লক্ষণীয় যে প্রতিবেশী দেশের প্রধানমন্ত্রী রবিবার ভারতের স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি এর জন্য ভারতকে "সাধুবাদ জানান"। ভারত একদিকে কোয়াডে আমেরিকার মিত্র অন্যদিকে স্বাধীন বিদেশনীতি মেনে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনছে।

১ এপ্রিল থেকে গুণতে হবে বর্ধিত ৫৯ পয়সা করে

গুয়াহাটি, ২১ মার্চ (হি.স.) : অসমে বাড়ছে বিদ্যুৎ মাশুল। আগামী ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে অতিরিক্ত ৫৯ পয়সা করে। মূলত কোভিডের কাঁটায় রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি মন্দার ফলে বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।অসম সরকারের অর্থ দফতর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, চলতি অর্থবর্ষের ১ এপ্রিল থেকে বিদ্যুতের প্রতি ইউনিটের বর্ধিত মাশুল ৫৯ পয়সা করে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে বিভাগীয় জনৈক আধিকারিক বলেন, কোভিড পরিস্থিতির জন্য গত দু-বছর রাজ্যের বিদ্যুৎ দফতর ৭৮০ কোটি টাকা লোকসানের মুখে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ বিদ্যুতের মাশুর বৃদ্ধির মাধ্যমে ৫৬৪ কোটি টাকা রাজস্ব লোকসান কিছুটা হলেও পোষানো যাবে বলে মনে করছেন বিদ্যুৎ দফতরের কর্তারা।

কোচবিহারে ছেলে ও মেয়েকে কীটনাশক খাইয়ে আত্মঘাতী হলেন মা

কোচবিহার, ২১ মার্চ (হি. স.) : প্রায়ই দুই নাতি-নাতনিকে দেখতে আসেন ঠাকুমা। সোমবার দুপুরেও এক বার ঢুঁ মেরে যেতেই এসেছিলেন তিনি। দরজা খুলে বৃদ্ধা যা দেখলেন, তাতে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ! বিছানায় শুয়ে নাতি-নাতনি। জ্ঞানহীন। আর গলায় ফাঁস লাগিয়ে উপর থেকে ঝুলছেন ওদের মা।কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা মহকুমার খেতি-ফুলবাড়ি এলাকার ঘটনা এটি। ছেলে ও মেয়েকে কীটনাশক খাইয়ে আত্মঘাতী হলেন মা। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মা আরতি মণ্ডল (২২), তাঁর মেয়ে প্রিয়া মণ্ডল (২) ও ছেলে কৌশিক মণ্ডল (৪)-এর।পরিবার সূত্রে খবর, কৌশিক আর প্রিয়াকে নিয়ে থাকতেন আরতি। স্বামী রণজিৎ মণ্ডল থাকেন ভিন্‌রাজ্যে। বউমা ও নাতি-নাতনিকে এসে দেখে যেতেন ঠাকুমা নমিতাবালা বিশ্বাস। সোমবার তিনিই এসে দেখেন, বিছানায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছে নাতি-নাতনি। আর গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় উপর থেকে ঝুলছেন আরতি। এই দেখে চিৎকার চেঁচামেচি করে প্রতিবেশীদের ডাকেন। নমিতাবালা বলেন, "দুপুরে এসে দেখি এই কাণ্ড! ওদের বাড়িতে কী ঘটেছে আমি সত্যিই জানি না। শুনেছিলাম স্বামীর সঙ্গে সকালে ফোনে কথা হয়েছে। কিন্তু কী কথা হয়েছে জানি না। আমি বুঝতে পারছি না, কেন এ রকম করল ওরা।" প্রতিবেশীরাই আরতি ও তাঁর ছেলেমেয়েকে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে আরতি ও প্রিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। আর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কৌশিককে স্থানান্তরিত করা হয় জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সেখানেই মৃত্যু হয় কৌশিকের। হাসপাতাল থেকেই ধূপগুড়ি থানায় জানানো হয় গোটা বিষয়টি। পুলিশ সূত্রে খবর, রণজিতের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হচ্ছে। পাশাপাশিই পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কেন ছেলেমেয়েকে কীটনাশক খাইয়ে মা আত্মঘাতী হলেন, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে পুলিশ।

পদ্মভূষণে সম্মানিত হলেন প্রাক্তন কমট্রোলার এন্ড অডিটর্স জেনারেল রাজীব মেহরিশি

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.) : ভারতের প্রাক্তন কমট্রোলার ও অডিটর্স জেনারেল রাজীব মেহরিশিকে সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবনে সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে আবদানের পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন। প্রাক্তন সিএজিকে ২০১৫ সালের ৩১ আগস্ট ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি অনুষ্ঠানে পদ্ম পুরস্কারে ভূষিত বিশিষ্ট পুরষ্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত (মরণোত্তর) এবং কংগ্রেস নেতা গুলাম নবী আজাদ অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন।পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী- তিনটি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়। শিল্প, সমাজকর্ম, পাবলিক অ্যাফেয়ার্স, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, বাণিজ্য ও শিল্প, চিকিৎসা, সাহিত্য ও শিক্ষা, খেলাধুলা, সিভিল সার্ভিস ইত্যাদির মতো বিভিন্ন শাখা ও ক্ষেত্রে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।"পদ্মবিভূষণ" ব্যতিক্রমী এবং বিশিষ্ট সেবার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। উচ্চমানের সেবার জন্য "পদ্মভূষণ" এবং যেকোনো ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সেবার জন্য "পদ্মশ্রী"। প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

বিপিন রাওয়াতের পদ্মবিভূষণ (মরণোত্তর) পুরস্কার গ্রহণ কন্যাদের

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.) : দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ সম্মানে সোমবার সম্মানিত করলেন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ। এদিন রাষ্ট্রপতির হাতে থেকে দুই কন্যা কৃত্তিকা ও তারিণী সিডিএস-এর তরফে পুরস্কার গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত গত বছরের ডিসেম্বরে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত। জেনারেল রাওয়াতের স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াত এবং ১২ জন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যও হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন।পদ্ম পুরস্কার, দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারগুলির মধ্যে একটি, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী নামে তিনটি বিভাগে প্রদান করা হয়। পুরষ্কারগুলি বিভিন্ন শৃঙ্খলা/ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। শিল্প, সমাজকর্ম, সামাজিক কাজে, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, বাণিজ্য ও শিল্প, চিকিৎসা, সাহিত্য ও শিক্ষা, খেলাধুলা, সিভিল সার্ভিস ইত্যাদি। ব্যতিক্রমী ও বিশিষ্ট সেবার জন্য "পদ্মবিভূষণ" দেওয়া হয়; উচ্চমানের বিশিষ্ট সেবার জন্য "পদ্মভূষণ" এবং যেকোনো ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সেবার জন্য "পদ্মশ্রী"। প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

ইডি দফতরে হাজিরা দেবেন না স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.) : ইডির দফতরে আগামীকাল মঙ্গলবার হাজিরা দিতে যাবেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সাড়ে আট ঘণ্টা ইডি-জেরার পর বেরিয়ে এসে জানালেন অভিষেক বলেন, "কলকাতার বাড়িতে আমাদের একটি দু'বছরের সন্তান আছে। মহিলাদের বাড়িতে অনেক কাজ থাকে। সন্তানকে ছেড়ে এত দূরে আসা সম্ভব নয়। এ কথা আমি আজ ইডি কর্তাদের জানিয়েছি। আগামীকাল রুজিরা ইমেল মারফৎ তাঁর আসতে না পারার সম্পূর্ণ কারণ জানাবেন।"কয়লা-গরু পাচার কাণ্ড নিয়ে ইডির জেরা এবং সে বিষয়ে দিল্লিতে ডেকে পাঠানোর বিষয় এক্তিয়ার নিয়ে দিল্লি হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন রুজিরা। সেই মামলা খারিজ হয়ে যায়। তারপরেই দ্বিতীয় দফায় মঙ্গলবার ২২ তারিখ দিল্লির ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার কথা রুজিরার। তার আগে সোমবার হাজিরা দেন অভিষেক। জেরার পর বেরিয়ে এসে অভিষেক জানান, মঙ্গলবার দিল্লি আসতে পারছেন না রুজিরা।'

অভিষেকের কথায়, সম্পূর্ণ পারিবারিক-ব্যক্তিগত কারণে মঙ্গলবার দিল্লিতে এসে হাজিরা দিতে পারবেন না রুজিরা। কলকাতায় ইডির 'সক্রিয়' একটি পূর্ণাঙ্গ দফতর আছে। সেখানে ডাকলে একশোবার রুজিরা এবং আমি হাজিরা দেব। ইডি কর্তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেব। কিন্তু বাড়ির মহিলাকে এভাবে পনেরোশো কিলোমিটার দূরে ডেকে আনলে পারিবারিক কারণে হাজিরা দেওয়া অসম্ভব।"

১০ বছরে কতটা কলেজ তৈরি করেছে রাজ্য সরকার

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি. স.) : শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে রাজ্য সরকারকে একহাত বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার তিনি প্রশ্ন তোলেন, ১০ বছরে কতটা কলেজ তৈরি করেছে রাজ্য সরকার।এই প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, """" সরকার বলছে তারা তাদের কাছে যে পরিকল্পনা ছিল তা ১০ বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। ১০ বছরে কতটা কলেজ তৈরি করেছেন। সেখানে সরকার কোন পরিকাঠামো তৈরি করেছে। ঘোষণা সর্বস্ব একটা সরকার কলেজে ২ জন ছাত্র, সেটাও একটা কলেজ। সবাই এটুকু জানেন যে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার নামে যে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে সেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। অন্য জায়গার পার্টটাইমার দিয়ে কাজ চলছে।সরকার মূলধন ব্যয় নিয়ে কী ভাবছে। স্রেফ খেলা, মেলা গিভিং পলিটিক্স। নতুন বিনিয়োগ নেই। সকরারি শূন্যপদ ফিল আপ করতে পারছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে নাকি প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন। শিশুদের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন বলছেন পর্যাপ্ত আছে। সে তো পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয় না। কেন্দ্র বৈমাতৃসুলভ আচরণ করেনি """"।

আউশগ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু কিশোরের

আউশগ্রাম, ২১ মার্চ (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের কুরুঞ্জি গ্রামে বাড়ির পাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক কিশোরের। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শেখ হাসান(১৬)। আউশগ্রামের কুরুঞ্জি গ্রামের বাসিন্দা। সে স্থানীয় কয়রাপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠের ছাত্র। সে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। তাঁর বাবা শেখ আসগর পেশায় দিনমজুর। এদিন বাড়িতে শৌচাগার তৈরির কাজ করাচ্ছিলেন আসগর। শৌচাগার তৈরির জন্য জলের প্রয়োজন হবে বলে বাড়ির পাশে একটি পুকুর থেকে জল তোলার জন্য লাগানো হয়েছিল টুলুপাম্প। আর সেই পাম্প চালাতে গিয়ে শেখ হাসান বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পুকরের জলে গিয়ে উলটে পড়ে।' তারপরই তাকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা হাসানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে।

পুনরবাসনের দাবীতে

ভোট বয়কটের ডাক ধস কবলিত অন্ডালের হরিশপুর গ্রামে

দুর্গাপুর, ২১ মার্চ (হি. স.) : বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ধসের কবলে একের পর এক গ্রাম। আতঙ্কে দিশাহীন খনি অঞ্চলবাসী। মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে ধসকবলিতদের পুনরবাসন প্রকল্পের ঘটা করে উদ্বোধন হয়েছে। সেইসব আবাসন অসুম্পুর্নতার কারনে বাড়ি ঢুকতে পারেনি দুর্গতরা। খনি অঞ্চলে ধস কবলিত এলাকার পুনরবাসন কার্যত বিশ বাঁও জলে। শুরু হয়েছে প্রকল্পের সম্প্রসারন নিয়ে কেন্দ্র - রাজ্যের চাপানউতোর। পুনরবাসনের দাবীতে আবারও ভোট বয়কটের ডাক দিল অন্ডালের হরিশপুর গ্রামবাসী।

উল্লেখ্য, চলতি বছর বর্ষার শুরুতে ধস আতঙ্কে গোটা খনি অঞ্চলবাসী। রানীগঞ্জের কুনুস্তরিয়া এরিয়ার অমৃতনগর কোলিয়ারী এলাকায় ভুগর্ভ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। তার ওপর খোদ আসানসোল পৌরনিগমের ২০ নং ওয়ার্ড রঘুনাথবাটি গ্রামে ধস নামে। গ্রামের একটি ক্লাবের উঠোন ধসে তলিয়ে যায়। ফাটল দেখা দেয় বেশ কয়েকটি বাড়িতে। ওই ঘটনার পর আবার ধসকবলিত এলাকার মানুষদের পুনরবাসন নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন ওঠে। গত কয়েকবছর ধরে খনি অঞ্চলের একের পর এক গ্রাম ধস আতঙ্কে বিদ্ধস্ত। গত ২০২০ সালের জুন মাসে অন্ডালের জামবাদ কোলিয়ারী এলাকায় ইসিএলের পরিত্যাক্ত আবাসনে ধস নামে। তলিয়ে যায় বেশ কয়েকটি আবাসন। তাতে মৃত্যু হয় ১ মহিলার। অতীতের ধসের ঘটনা আবারও খনি অঞ্চলবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ২০১১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে জামুড়িয়ার ছাতিমডাঙায় আস্ত গ্রামের একাংশ ধসে তলিয়ে গিয়েছিল। ঘটনায় কয়েকজন দেওয়াল চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল। ওই বছরই অন্ডালের পরাশকোলে ২ শিশু সহ চারজন তলিয়ে গিয়েছিল। তার বছর খানেক পর জামুড়িয়ার জোৎজানকীতে খোলামুখ খনিতে আগুন লাগে। ওই আগুন নেভানোর কাজ চলার সময় এক সিকিউরিটি গার্ড ও জেসিবি মেশিন তলিয়ে যায় ধসে। তারপর বুধবার রাতে আসানসোলের রঘুনাথবাটি গ্রামের ধসের ঘটনা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, 'তালিকায় থাকলেও পুনরবাসন এখনও না হওয়ায় জীবন বিপন্ন।' প্রশ্ন উঠেছে, ধস কবলিত এলাকার সুরক্ষা ও পুনরবাসন নিয়ে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৮ সালে সিটু নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ হারাধন রায় পুনরবাসনের দাবীতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল। ওই মামলার প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রক ধসকবলিত এলাকার মানুষদের পুনরবাসনের জন্য ২৬৬২ কোটি টাকা অনুমোদন করে।

এডিডিএ সুত্রে জানা গেছে, ১৪১ টি এলাকা ধস কবলিত বলে চিহ্নত হয়। যার মধ্যে ৩ টি এলাকা ইসিএল নিজে পুনরবাসনের কাজ করে। ২ টি এলাকা সার্ভে করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বাকি ১৩৬ টি এলাকার পুনরবাসন কাজ শুরু করে এডিডিএ। পরবর্তীকালে রাজ্য হাউসিং বিভাগকে পুনরবাসনের কাজ দেয়। প্রতিবারই জেলা সফরে এসে প্রশাসনিক বৈঠকে পুনরবাসনের খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছর রানীগঞ্জের প্রশাসনিক সভা থেকে ধসকবলিত ৫ পরিবারের হাতে আবাসনের বাড়ীর চাবিও তুলে দেন। কিন্তু, কিছু কাজ অসম্পুর্ন থাকায় ওইসব আবাসনে ঢুকতেই পারেনি ধসকবলিত এলাকার মানুষ।

এদিকে, পুনরবাসন না পেয়ে ধস কবলিত এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পুনরবাসনের দাবীতে আবার ভোট বয়কটের ডাক দল অন্ডালের হরিশপুর গ্রামের বাসিন্দারা। যদিও গত বিধানসভা নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছিল। এবার আসানসোল লেকসভার উপনির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রামে ভোট বয়কটের দেওয়াল লিখন করেছে গ্রামবাসীরা। প্রসঙ্গত,গত ২০২০ সালের জুলাই মাসে অন্ডালের হরিশপুর গ্রামে যাওয়ার রাস্তায় ফাটল দেখা দেয়। তারপর দফায় দফায় গ্রামে বিভিন্ন পাড়ায় ধস নামে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় একাধিক বাড়ী। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে ঘুম ছুটে যায় গ্রামবাসীদের। প্রান ভয়ে অধিকাংশ বাসিন্দা গ্রাম ছাড়তে শুরু করে। প্রায় ৫০ টির মত বাড়ী ভেঙে পড়ে। গ্রামে ঢোকার রাস্তা বসে পড়ে। ফাটল ধরে একাধিক বাড়ীতে। ধস আতঙ্কে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা। ওইসময় পুনরবাসনের দাবীতে ২ নং জাতীয় সড়ক ও কাজোড়া এরিয়া অফিস ঘেরাও করে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের অভিযোগ,' একসপ্তাহে দফায় দফায় ধস হওয়ায় বেশীরভাগ গ্রামের বাসিন্দা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। কেউ আত্মীয়র বাড়ী। কেউ ভাড়া বাড়ীতে। আবার কেউ ইসিএলের পরিত্যাক্ত আবাসনে। মাস কয়পক পরও প্রশাসনিক সেরকম সহযোগিতা না পাওয়ায় বহু অসহায় মানুষ জীবন জীবিকার স্বার্থে পুনরায় গ্রামে ফিরে আসে। এবং ঝুঁকি নিয়ে বসবাস শুরু করে।'

গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, ' আমাদের জীবন বিপন্ন। প্রশাসনিক সব জায়গায় আমাদের অসহায়তার বিষয় জানিয়েছি। গত বিধানসভা ভোটে ভোটদান থেকে বিরত থাকলেও, এখনও পর্যন্ত প্রশাসন কোনরকম যোগাযোগ করেনি। এককথায় গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছি। তাই ভোট বয়কটের কড়া সিদ্ধান্ত।' স্থানীয় বাসিন্দা তথা এলাকার তৃণমূলের বুথ সভাপতি তপন কুমার পাল জানান,' শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ভোট বয়কট সমর্থন করতে পারি না। আবার দু বছর ধরে গ্রামছাড়া।ধস বিদ্ধস্ত গ্রামবাসী হিসাবে গ্রামের মানুষের সঙ্গে রয়েছি।' স্থানীয় মদনপুর পঞ্চায়েত সদস্য তাপস গোপ জানান,' জনপ্রতিনিধি হিসাবে গ্রামবাসীদের বুঝিয়েছি। ভোট বয়কট করাটা সমর্থন করা যায় না। আবার নিজেকে ধস বিদ্ধস্ত গ্রামবাসী ধরলে গ্রামের মানুষের পাশে থাকতে হবে।'এডিডিএ র চেয়ারম্যান তথা রানীগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ইসিএলের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, ' কয়লা উত্তোলনের পর বালি ঠিকমতো ভরাট না করায় ধসের প্রবনতা। তাদের পাপ আমরা বহন করছি। পুনরবাসন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৫৪০ কোটি টাকা দিয়েছিল। তাতে ১৫ হাজারের মত আবাসন তৈরী হয়েছে। শেষমুহুর্তের কিছু কাজ বাকি রয়েছে। ধস কবলিত ১২০ টি পরিবারকে শিপট করানো হয়েছে। গত তিনবছর ধরে ইসিএলের কাছে দ্বীতিয় দফার টাকা চাওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি সম্প্রসারণ করতে বলা হয়েছে। অথচ ইসিএল কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না।'

হরিশপুর গ্রামবাসীর ভোট বয়কট প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' হরিশপুর গ্রামবাসীর দাবী ইসিএলের পুনরবাসন প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যানে তাদের সংযুক্ত করা হোক। কিন্তু ইসিএল ধস পুনরবাসনের প্রকল্প সম্প্রসারণ না করায় বিষয়টি আটকে রয়েছে। আমরা বহুবার বলেছি। ইসিএল কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না।'যদিও এবিষয়ে ইসিএলের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসক অরুন প্রসাদ জানান, ' পুনরবাসন প্রকল্পে কেন্দ্রের টাকা দেওয়া বন্ধ আছে। তবুও হরিশপুর গ্রামবাসীদের বোঝানো হচ্ছে।'

দেওয়া হবে পর্যাপ্ত টিকা : ফিরহাদ

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি. স .): সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ১২-১৪ বছর বয়সীদের টিকাকরণ। চেতলা গার্লস স্কুলে টিকাকরন চলাকালীন সময়ে পৌঁছে যান কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেখান থেকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, দেওয়া হবে পর্যাপ্ত টিকা।এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে পুরসভাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন স্কুলে ১২ বছরের ঊর্ধে কিশোর-কিশোরীদের করোনা টিকা দেওয়া হবে। আবেদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্কুলে পৌঁছে দেওয়া হবে পর্যাপ্ত টিকা। ৩৭টি কেন্দ্রে টিকাকরণ প্রক্রিয়া চলছে। এরপর প্রয়োজনে আরও স্কুলে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বহু বেশে বান

এ দেশেই নয়, সারা পৃথিবীতেই লকডাউনের অবসরযাপনের সেরা উপায় হিসেবে বেকিংয়ের চর্চা বেড়ে গিয়েছিল, যা জারি রয়েছে এখনও। দোকানের মতোই নরম, স্বাদু, ফুলকো বান যদি বাড়িতে তৈরি করে ফেলা যায়, মন্দ কী! ময়দা, চিনি, মাখন, দুধ আর ইস্টের মিশ্রণে তৈরি এই ব্রেড রোলের ভিতরে পছন্দসই ফিলিং ভরে তৈরি করে ফেলা যায় নানা ধরনের বান। পুর আর ফোল্ডের রকমফেরেই বদলে যায় বানের আকার আর স্বাদ। কোনওটি চায়ের সঙ্গে 'টা' হিসেবে, আবার কোনওটি ছোটদের জলখাবার হিসেবে। বাড়িতে অতিথি এলে দোকান থেকে কিনে না এনে, বাড়ির তৈরি বানেই আপ্যায়ন করুন।

চিকেন স্টাফড ব্রেডেড বান

উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, দুধ ১ কাপ, চিনি ১/৪ কাপ, নুন ৩/৪ চা-চামচ, ডিম ২টি (ফেটানো), মাখন/সাদা তেল ৩ টেবিল চামচ, অ্যাক্টিভ ড্রাই ইস্ট ১ টেবিল চামচ, সাদা তিল ও কালো তিল অল্প করে।

পুরের জন্য: চিকেন কিমা ৩০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ১টি, রসুন কুচি ১ চা-চামচ, গোলমরিচ এক চিমটে, দুধ ও ময়দা মিশিয়ে বানানো হোয়াইট সস, চিজ ১ কিউব, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী: প্রথমে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ১ চামচ চিনি গুলে ১ চামচ ইস্ট মিশিয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ রেখে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পরে সেখানে বুদ্বুদ তৈরি হবে ও ইস্ট অ্যাক্টিভ হয়ে উঠবে। ময়দায় ডিম, মাখন/সাদা তেল ও নুন মিশিয়ে নিতে হবে। এ বার সেই ইস্ট মেশানো জল দিয়ে ভাল করে ময়দা মাখতে হবে। মাখা হয়ে গেলে চাপা দিয়ে রেখে দিতে হবে অন্তত ঘণ্টা দুয়েক। ময়দার ডো ফুলে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠবে। ততক্ষণে চিকেনের পুর তৈরি করে ফেলতে হবে। প্যানে সাদা তেল/মাখন গরম করে, একে একে রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি ও চিকেন দিয়ে ভেজে নিতে হবে। স্বাদমতো নুন ও গোলমরিচ দিতে হবে। সামান্য দুধ দিয়ে তাতে অল্প অল্প করে ময়দা মিশিয়ে নিয়ে হোয়াইট সস বানাতে হবে। এতে চিজ কিউব দিন। ময়দাটা আর একবার ভাল করে মেখে নিয়ে লেচি কেটে তার মধ্যে পুর ভরে নিন। ব্রেডেড বানের ক্ষেত্রে লম্বাটে লেচি কেটে মাঝে পুর ভরে দু'পাশটা মুড়ে দিতে হবে ক্রিসক্রস ভাবে। বেক করার আগে ৩০ মিনিট রেখে দিন। উপরে সামান্য এগ ব্রাশ করে তিল ছড়িয়ে দিন। কনভেকশন মোডে ১৮০ ডিগ্রিতে ১৫ মিনিট বেক করলেই তৈরি বান। পনির জিঙ্গি র্যাপ/পনির পার্সেল

উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, দই ১/৪ কাপ, চিনি ১ টেবিল চামচ, নুন ৩/৪ চা-চামচ, মাখন/সাদা তেল ২ টেবিল চামচ, অ্যাক্টিভ ড্রাই ইস্ট/বেকিং পাউডার ১ টেবিল চামচ।

স্টাফিংয়ের জন্য: পনির কিউব ৫০ গ্রাম, আদা বাটা ১ চা-চামচ, গরমমশলা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, লাল লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, চিজ কিউব ২-৩টি।

প্রণালী: ময়দায় অ্যাক্টিভেটেড ইস্ট, দই, নুন, চিনি আর মাখন/সাদা তেল মিশিয়ে মেখে রাখতে হবে দু'ঘণ্টা। প্যানে তেল গরম করে আদা বাটা দিন। পনির ছোট ছোট টুকরোয় কেটে তেলে ছেড়ে দিন তার পরে। ভাজার সময়ে নুন, অল্প চিনি, গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিন। রান্না হয়ে এলে নামিয়ে ময়দার লেচি তৈরি করে নিন। লুচির আকারে বেলে নিয়ে মাঝে স্টাফিং ভরে চিজ গ্রেট করে দিন। র্যাপ ও পার্সেলের ক্ষেত্রে ফোল্ডিং আলাদা হবে। র্যাপের ক্ষেত্রে দু'পাশ দিয়ে মুড়িয়ে নিতে হবে। পার্সেলে ত্রিকোণাকৃতি লেচির একটি কোণ এনে উল্টো দিকের মাঝ বরাবর আটকে দিতে হবে। আধঘণ্টা রেখে উপরে দুধ ব্রাশ করে প্রি-হিটেড আভেনে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ১৫-২০ মিনিট বেক করে নিতে হবে।

সুইট টুটিফ্রুটি বান

উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, দই ২ টেবিল চামচ, চিনি ৩ টেবিল চামচ, নুন এক চিমটে, মাখন ২ টেবিল চামচ, অ্যাক্টিভ ড্রাই ইস্ট ১ টেবিল চামচ, গুঁড়ো দুধ ৩ টেবিল চামচ, টুটি-ফ্রুটি ৩-৪ টেবিল চামচ।

প্রণালী: ময়দায় নুন, চিনি, মাখন, অ্যাক্টিভেটেড ইস্ট, দই সব মিশিয়ে ভাল করে মেখে রাখতে হবে এক ঘণ্টা। গোল আকারে গড়ে নিয়ে উপরে টুটিফ্রুটি দিয়ে সাজিয়ে নিতে হবে। চাইলে বানের ভিতরেও টুটিফ্রুটি দিতে পারেন। বেক করার আগে উপরে সামান্য দুধ ব্রাশ করে নিতে হবে। প্রি-হিটেড আভেনে ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২০ মিনিট বেক করে নিন।

চকলেট ক্রুসোঁ

উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, চিনি ১ টেবিল চামচ, নুন ৩/৪ চা-চামচ, ডিম ২টি (ফেটানো), মাখন ৩-৪ টেবিল চামচ, অ্যাক্টিভ ড্রাই ইস্ট ১ টেবিল চামচ, চকলেট বার ১টি।

প্রণালী: ইস্ট অ্যাক্টিভেট হলে তা ডিম, নুন, চিনি মেশানো ময়দায় মিশিয়ে মেখে নিতে হবে। রেখে দিতে হবে এক ঘণ্টা। রুটির আকারে বেলতে হবে ও এক-একটা রুটি মাখন ব্রাশ করে পরপর সাজিয়ে স্তর বানাতে হবে। এ ভাবে ৭-৮টি স্তর তৈরি হলে ত্রিকোণ করে কেটে নিয়ে চওড়া দিকে চকলেট ভরে মুড়ে রেখে দিতে হবে ৩০ মিনিট। এগ ব্রাশ করে প্রি-হিটেড আভেনে বেক করতে হবে মিনিট পনেরো। ক্রুসোঁর ভিতরের চকলেট গলে ক্রিমে পরিণত হবে। তার পর পরিবেশন করুন গরম গরম সুস্বাদু চকলেট ক্রুসোঁ।

কাবাব বান

উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, দই ১/৪ কাপ, চিনি ১/২ টেবিল চামচ, নুন এক চিমটে, মাখন ২ টেবিল চামচ, অ্যাক্টিভ ড্রাই ইস্ট/বেকিং পাউডার ১ টেবিল চামচ, মিক্সড হার্বস, চিলি ফ্লেক্স, অরিগ্যানো অল্প করে, গোলমরিচ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, চিজ কিউব ৩-৪ টি, চিকেন সসেজ/কাবাব।

প্রণালী: ময়দায় ইস্ট, দই, নুন, চিনি, মাখন মিশিয়ে মেখে হালকা হাতে মাখন লাগিয়ে ডো বানিয়ে নিন। তার পর তা রেখে দিন এক ঘণ্টা। চিকেন সসেজ/কাবাব অর্ধেক করে কেটে অল্প মাখনে হালকা সতে করে নিন। ডো থেকে লেচি কেটে পছন্দের শেপ দিয়ে তাতে সতে করে রাখা সসেজ/কাবাব ভরে উপরে চিজ কিউব বসিয়ে ভাঁজ করে নিন। এ বার উপর থেকে অল্প করে মিক্সড হার্বস, চিলি ফ্লেক্স, অরিগ্যানো আর গোলমরিচ গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। প্রি-হিটেড আভেনে ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কনভেকশন মোডে ১৫ মিনিট বেক করলেই তৈরি হয়ে যাবে কাবাব বানস।

ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার পন্থা

'ওয়ার্ক ফ্রাম হোম' পদ্ধতিতে বেশি দিন কাজ করলে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।আর ঘরে থেকে অফিসের কাজ করার দিনও সহজে শেষ হচ্ছে না। ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া'য়ের এক গবেষণায় দাবি করা হয়, ঘরে বসে অফিস করার কারণে কর্মীদের কাছ থেকে কাজের চাহিদা যেমন বেড়েছে, তেমনি কর্মীদের কাজ থেকে মনযোগ হারানোর বিষয়ও বেড়েছে। এছাড়াও সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগের ঘাটতি তৈরি হওয়াতে কর্মীদের কার্যসম্পাদন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই ঘরে থেকেও সুস্থ মস্তিষ্কে কাজ করার কয়েকটি পন্থা জানানো হল মানসিক স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

পূর্ব পরিকল্পনা: সহকর্মী বা উর্ধতন কর্মকর্তার ক্রমাগত কাজের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার চাপ না থাকলে ঘরে বসে কাজের পরিমাণ আর সময়ের খেয়াল হারিয়ে যাওয়া খুবই সহজ। এজন্য কাজের শুরুতেই পুরো দিনের পরিকল্পনা করে নিতে হবে। এই পরিকল্পনায় শুধু অফিসের কাজ নয় ব্যক্তিগত কাজগুলোর জন্যই সময় বেঁধে নিতে হবে। তাই দিনের শুরুতেই পুরো দিনের রুটিন সাজিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা ভালো।

পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি: ঘরে বসে পুরো অফিসের সময়টুকু যে শুধু অফিসের কাজই করবেন আর কোনো দিকে মনযোগ দেবেন না এমনটা হওয়া অনেকের জন্যই অসম্ভব। সংসারের খুটিনাটি কাজ, বাড়িতে কোনো অতিথি আসা, সন্তান সামলানো ইত্যাদি নানান কাজে যুক্ত হতে হবে ওই অফিসের কাজের সময়ই। এই পরিস্থিতিগুলোতে মন মেজাজ শান্ত রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে অফিস আর ব্যক্তিগত জীবন সবখানেই আপনার দায়িত্ব আছে। এসবের জন্য মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে। কাজের স্থান নির্বাচন করা: এক বছর ধরে 'হোম অফিস' করার সুবাদে অনেকেই ঘরেই একটা অফিস বানিয়ে নিয়েছেন ইতোমধ্যেই। যারা এখনও তা করেননি কিংবা করার সুযোগ নেই তাদের উচিত ঘরের একটা নিরিবিলি স্থান ঠিক করে নেওয়া যে এখানেই আপনি কাজ করবেন। পর্যাপ্ত আলো বাতাস আসে, ঘরের অন্যান্য কোলাহল কম এমন স্থান নির্বাচন করুন।

সীমারেখা তৈরি করা: ঘরে বসে অফিস মানে হল অফিস যাওয়ার তড়িঘড়ি নেই, আবার দিনশেষে বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। ফলে সময় জ্ঞান হারিয়ে যেতে পারে। এজন্য কাজ শুরু ও শেষ করার সময় নির্ধারিত করে নিতে হবে। কাজের সময় ঢিলেমি না করে ওই সময়সীমার মধ্যেই কাজ শেষ করার পূর্ণাঙ্গ চেষ্টা করাই শ্রেয়। আর কর্মকর্তাদেরও উচিত হবে কর্ম ঘণ্টার বাইরে কাজের চাপ না দেওয়া।কাজের পোশাক: ঘরেই অফিস বলে ঘরের পোশাকেই সারাদিন পার করাটা আরামদায়ক হবে। তবে সেই পোশাকে কাজের মনভাব আসবে না, আলসেমি কাটবে না। তাই ফিটফাট না হলেও ঘরে পরা পোশাক বদলে পরিপাটি ও আরামদায়ক কোনো পোশাক পরে কাজে বসা উচিত। বিরতি নিন: লকডাউন হলেও দিনে একদুবার বাইরে যাওয়া উচিত। মানুষের ভীড় কম এমন কোথাও একটু হাঁটা, ঘরের কোনো কাজ সেরে আসা কিংবা ছাদ থেকে বেড়িয়ে আসা ইত্যাদি মনকে প্রফুল্ল করবে। সারাদিন ঘরে নিজেকে আটকে রাখে কাজে ডুবে থাকলে মনমরা হয়ে পড়বেন অল্পতেই। এতে কাজে তো মন বসবেই না, বরং কাজের পরেও মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে থাকবেন।

সাদা পাউরুটির ক্ষতিকর দিক

সকালের নাস্তায় পাউরুটির বিশেষ অবস্থান আছে। আবার ব্যস্ত কর্মজীবীদের জন্য সকালের নাস্তায় পাউরুটি জীবনটাকে যেন ক্ষণিকের জন্য সহজ করে দেয়। অনেকে আবার দুপুরের খাবারটাও চা পাউরুটি কিংবা কলা পাউরুটি দিয়েই সেরে ফেলেন। সহজলভ্য এই খাবারটি খেতেও সুস্বাদু।

সব মিলিয়ে পাউরুটি ও এই ধরনের খাবার অনেকের খাদ্যাভ্যাসের সাধারণ উপাদান। তবে সমস্যা হল এই খাবারটির আছে বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক।

খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল বিস্তারিত।

কোষ্ঠকাঠিন্য: অসংখ্য বেকারিজাত খাবারের মতো পাউরুটিও তৈরি হয় প্রক্রিয়াজাত শষ্য থেকে। একটি শষ্য প্রক্রিয়াজাত করা মানে হল তা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে 'ব্র্যান' আর 'জার্ম' দুটোই। 'ব্র্যান' হলো যেকোনো শষ্যের ভোজ্য আঁশ সরবরাহকারী অংশ আর এখানেই কোষ্ঠকাঠিন্যের সঙ্গে পাউরুটির সম্পর্ক।

যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ সিডনি গ্রিন বলেন, "গমে থাকা ভোজ্য আঁশ হল অদ্রাব্য, অর্থাৎ তা মানুষের হজমতন্ত্র দিয়ে পার হওয়ার সময় তা কোথাও শোষিত হয় না এবং ভাঙেও না। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে তাদের জন্য এই 'ব্র্যান' উপকারী। কারণ এটি মলের ওজন বাড়ায়, যে কারণে মল অপসারণ সহজ হয়। আবার সময়ও কম লাগে। তাই এই 'ব্র্যান' যদি আপনার খাদ্যাভ্যাসে থাকা শষ্য উপাদানে অনুপস্থিত হয় তবে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেওয়া এবং তার তীব্রতা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে।"

রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি: পাউরুটি, 'ক্রুসোঁয়া', 'পেস্ট্রি' সবগুলোরই 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মাত্রা বেশি। অর্থাৎ এরা দ্রুত শর্করা নিঃসরণ করে ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বাড়িয়ে দিতে পারে। 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মাত্রা যেসব খাবারের কম, সেগুলো শর্করা নিঃসরণ করে ধীর গতিতে, ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক মাত্রায় থাকে। তাই যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের জন্য পাউরুটি খাওয়া মারাত্মক হতে পারে।

কারণ রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলে 'হাইপারগ্লাইসেমিক স্টেট' দেখা দিতে পারে। রক্তে শর্করার মাত্রা যতক্ষণ বেশি থাকবে, ততক্ষণই বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি বাড়তে থাকবে। যা ডেকে আনবে হৃদরোগ, স্নায়বিক ও বৃক্কের সমস্যার মতো দূরারোগ্য ব্যাধি।

অস্বাস্থ্যকর ওজন: অতিরিক্ত পাউরুটি খাওয়ার আরেকটি ক্ষতিকর দিক হল নিজের অজান্তেই বেশি খেয়ে ফেলতে পারেন। যেসব খাবারের 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মাত্রা বেশি, সেগুলো ক্ষুধা বাড়ায়। যে কারণে প্রয়োজনের বেশি খাওয়া হয়ে যেতে পারে, ফলে বাড়তে পারে ওজন।

ত্বকের সমস্যা: এখানেও নেপথ্যের কারণ ওই 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মাত্রা বেশি হওয়া। আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ ডার্মাটোলজি অ্যাসোসিয়েশন (এএডি)'য়ের মতে, যেসব খাবারের 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মান কম সেগুলো ব্রণ কমাতে সহায়ক। কারণ ওই খাবারগুলো রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়।

রক্তে শর্করা মাত্রা বেশি হলে শরীরে 'সেবাম' উৎপাদনের মাত্রা বেড়ে যায়। 'সেবাম' ত্বকে থাকা এক ধরনে তৈলাক্ত উপাদান। পাশাপাশি রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি হলে শরীর জুড়ে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। প্রদাহ ও 'সেবাম' দুটোই ব্রণের সমস্যার অন্যতম কারণ।

বাড়ায় স্ট্রোকের ঝুঁকি: প্রক্রিয়াজাত কার্বোহাইড্রেইট খাদ্যাভ্যাসে বেশি থাকলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। আর পাউরুটি ধরনের সকল খাবারই প্রক্রিয়াজাত কার্বোহাইড্রেইট।

কমলার চেয়েও বেশি ভিটামিন সি রয়েছে যেসব খাবারে

রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সবচেয়ে বেশি কার্যকর হল ভিটামিন সি। আর এই ভিটামিন লেবু ও কমলা থেকে পাওয়া যায় বলে করোনাভাইরাস মহামারীর সময়ে এসব ফলের দামও বেশি হয়ে গেছে।

তবে ভিটামিন সি পাওয়ার আরও উৎস রয়েছে।

পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কমলার চেয়েও বেশি ভিটামিন সি পাওয়া যায় যায় এমন কয়েকটি খাবারের নাম সম্পর্কে জানান হল।

ভিটামিন সি'য়ের কথা বললে প্রথমেই মাথায় আসে কমলার কথা। এর এটা ভিটামিন সি'য়ের ভালো উৎস। মাঝারি মাপের একটা কমলাতে ৬৯.৭ মি.গ্রা ভিটামিন সি থাকে। কমলা ছাড়াও ভিটামিন সি পাওয়া যায় এমন কয়েক টি খাবারের নাম সম্পর্কে জানানো হল।

পেঁপে: গবেষণায় দেখা গেছে, পেঁপে হজম শক্তি বাড়ায়, ত্বক উজ্জ্বল করে, সাইনাস পরিষ্কার করতে ও হাঁড় সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে। এক কাপ পেঁপেতে ৮৮.৩ মি.গ্রা. ভিটামিন সি পাওয়া যায়।

স্ট্রবেরি: এক কাপ স্ট্রবেরিতে ৮৭.৪ মি.গ্রা. ভিটামিন সি থাকে। এছাড়াও এতে আছে পর্যাপ্ত ফোলাট ও অন্যান্য যৌগ যা হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে সহায়ক। স্ট্রবেরি দাঁত সাদা করতেও সহায়তা করে।

ফুলকপি: আগুনে ঝলসে বা সিদ্ধ যে কোনো উপায়েই ফুলকপি খাওয়া উপকারী। ছোট আকারের ফুলকপিতে ১২৭.৭ মি.গ্রা. ভিটামিন সি, ৫ গ্রাম আঁশ ও ৫ গ্রাম প্রোটিন থাকে।

আনারস: আনারসে আছে ব্রমেলাইন নামক হজমের এঞ্জাইম যা, খাবার ভাঙতে ও ফোলাভাব কমাতে সহায়তা করে। ব্রমেলাইন প্রাকৃতিক প্রদাহনাশক হিসেবে কাজ করে ও শরীরচর্চার পরে হওয়া ক্ষয় কমাতেও সাহায্য করে। এক বাটি আনারস থেকে সাধারণত ৭৮.৯ মি.গ্রা. ভিটামিন সি পাওয়া যায়।ব্রকলি: রয়েছে ক্যান্সার রোধী উপাদান। এক বাটি ব্রকলিতে ১৩২ মি.গ্রা. ভিটামন সি ও আঁশ থাকে।

আম: এই ফল ভিটামিন এ'র ভালো উৎস। মাঝারি মাপের আমে ১২২.৩ মি.গ্রা. ভিটামিন সি থাকে।

লাল ক্যাপ্সিকাম: নিম্ন ক্যালরি ও উচ্চ পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ। এটা মন ভালো রাখে এবং এর সাহায্যে মজাদার খাবারও তৈরি হয়। ১০০ গ্রাম লাল ক্যাপ্সিকামে ১২৭.৭ মি.গ্রা. ভিটামিন সি থাকে।

খাঁটি মধু চেনার উপায়

বাজারে নানান ধরনের মধু পাওয়া যায়। আবার রাস্তা-ঘাটেও ফেরি করে বিক্রি করা হয় মধু। এই ভেজালের যুগে মধু খাঁটি কি-না সেটা বোঝার জন্য রয়েছে কিছু কৌশল।

পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের মধু'র ব্র্যান্ড 'সুইটনেস অফ এথনিক'য়ের প্রতিষ্ঠাতা আয়ুশ সার্দা'র দেওয়া পন্থাগুলো খাঁটি মধু চেনাতে সাহায্য করবে।

* খাঁটি মধু ফ্রিজে রাখা হলে কখনও জমাট বাঁধবে না বা দানা দানাভাব হবে না। ঘন তরল-ভাবটাই থাকবে। তবে ভেজাল মধু ফ্রিজে রাখলে জমে যাবে এবং স্ফটিকের মতো দানাভাব দেখা দিবে। এমনকি মধুর উপরের অংশে সাদা স্তরও দেখা দেবে, যা আসলে চিনি।

* কাঁচা খাঁটি মধুতে সাদা ফেনা বা বুদবুদের মতো দেখা দেবে। এটা খাঁটি মধু চেনার চিহ্ন, এর থেকে বোঝা যায় এই মধুতে কোনো রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়নি।

* খাঁটি মধুতে ম্যাচের কাঠি ডুবিয়ে আগুন ধরালে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠবে। যদি না জ্বলে তবে বুঝতে হবে সেটা ভেজাল মধু।

* ভিনিগারের সঙ্গে মধু মিশিয়ে সহজেই মধুর মান নির্ণয় করা যায়। ভিনিগার গোলানো পানিতে কয়েক ফোঁটা মধু দিয়ে মেশাতে হবে। যদি মিশ্রণে ফেনা দেখা দেয় তাহলে বুঝতে সেটা ভালো মধু নয়।

* সুন্দরবনের মধু ও পাহাড়ি অঞ্চলের মধুর মধ্যে পার্থক্য থাকবে। বনাঞ্চলের আর্দ পরিবেশের কারণে মধু পাতলা হয়। আর পাহাড়ি এলাকার শুষ্ক ও ঠাণ্ডা পরিবেশের জন্য মধু হয় ঘন। আবহাওয়া মধুর ওপর সবসময় প্রভাব রাখে। সুন্দরবন হচ্ছে 'ম্যানগ্রোভ' বা শ্বাসমূলীয় বন। এই বনের বেশিরভাগ গাছের মূল পানির মধ্যে থাকে, আর পরিবেশও আর্দ। তাই মনে রাখতে হবে খাঁটি সুন্দরবনের মধু সবসময় হবে পাতলা তরল।

কোন রুটি বেশি উপকারী?

ডায়াটিশিয়ানদের মতে, ময়দা বাদ দিয়ে যে কোনও আটার রুটিই উপকারী। বাজরা, জোয়ার, রাগি, গম, ভুট্টার আটার রুটি ঘুরিয়েফিরিয়ে খাওয়া যায়। তবে গমের আটার রুটি খেয়ে অনেকে অভ্যস্ত। তাই হজমও হয় সহজে। তুলনামূলক ভাবে বাজরা, রাগি ও ভুট্টার রুটি অনেক মোটা হয়। তাই তা হজম করাও একটু কঠিন। তাই প্রথম দিকে অল্প পরিমাণে খেয়ে দেখুন। হজম করতে পারলে পরিমাণ বাড়াবেন। অন্য দিকে শিশুদের জন্য ডালিয়া বা গমের আটার রুটিই সহজপাচ্য। সুবর্ণা বললেন, "ডালিয়ার রুটিতে ফাইবার যেমন থাকে, তেমনই ওজন কমাতেও সহায়ক। তাই শিশু থেকে বয়স্কদের ডালিয়ার রুটি খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকি।" শুকনো ডালিয়া মিক্সিতে গুঁড়িয়ে, তাতে জল মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করে রুটি বানানো যায়। অন্যান্য আটার গুণ মাথায় রেখে সেই রুটিও অল্প করে খাওয়ানো শুরু করতে পারেন। সন্তান হজম করতে পারলে পরিমাণ বাড়াবেন। ওটস ও কিনোয়ার রুটিও খেতে পারেন। ওজন কমাতে সহায়ক। মনে রাখবেনরুটির গুণ ও স্বাদ বাড়াতে অন্যান্য উপাদানও মেশাতে পারেন। কোয়েলের কথায়, "আটার সঙ্গে ছাতু মিশিয়ে রুটি তৈরি করলে তার স্বাদ বাড়ে, পুষ্টিগুণও বৃদ্ধি পায়।" একই ভাবে পালং শাকও মেশাতে পারেন আটার মণ্ডে। আটা কেনার সময়েও লেবেল দেখে কিনবেন। কারণ, আটা তৈরির প্রক্রিয়ায় কিছুটা পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। পলিশড আটার চেয়ে চাকিতে পেষানো আটায় খাদ্যগুণ বেশি। তবে প্রত্যেক ধরনের রুটি তৈরির পদ্ধতি আলাদা এবং স্বাদও ভিন্ন। তাই রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক করুন কীসের রুটি খাবেন। সব রকম রুটি ঘুরিয়েফিরিয়ে খেলেই উপকার বেশি।

স্বাস্থ্যকর ওটমিল খাওয়ার অস্বাস্থ্যকর ভুল

স্বাস্থ্যকর সকালের নাস্তার তালিকায় ওটমিলের অবস্থান প্রথমসারিতে। তৈরি করাও সহজ, শুধু ওভেনে যেমন তৈরি করে নেওয়া যায়, তেমনি সময় থাকলে তা দিয়ে বিভিন্ন পদ তৈরি করার সুযোগও আছে। তবে যত স্বাস্থ্যকরই হোক না কেনো, এর অপব্যবহারের কারণে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকার বদলে উল্টো ওজন বেড়ে যেতে পারে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল ওটমিল খাওয়া অভ্যাসকে স্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রাখতে বর্জনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে।

শুধু ওটমিল খাওয়া: ওটমিলে ক্যালরি থাকে কম, অপরদিকে প্রোটিন আর ভোজ্য আঁশ থাকে বেশি। মাত্র আধা কাপ ওটমিল থেকে মিলবে তিন গ্রাম চর্বি, ২৭ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, চার গ্রাম ভোজ্য আঁশ, এক গ্রাম চিনি ও পাঁচ গ্রাম প্রোটিন। পাশাপাশি প্রায় ১৫০ গ্রাম ক্যালরি গ্রহণ কমাবে ওইটুকু ওটমিল। তবে সমস্যা হল পুরোপুরি শষ্য থেকে ওটমিলেও কার্বোহাইড্রেট'য়ের পরিমাণটা বেশি। তাই রক্তে শর্করার মাত্রা চট করে বেড়ে যাওয়া ঠেকাতে এর সঙ্গে যোগ করতে হবে সামান্য পরিমাণে চর্বি, ভোজ্য আঁশ এবং প্রোটিন। যেমন ওই আধা কাট ওটমিলের সঙ্গে এক চা-চামচ বাদামের মাখন মিশিয়ে দিলে এর স্বাদ যেমন বাড়বে তেমনি যোগ হবে প্রায় ৪ গ্রাম প্রোটিন আর ৮ গ্রাম চর্বি। তিল ছড়িয়ে দিলেও একই উপকার পাওয়া যাবে।

প্যাকেটজাত 'ফ্লেইবার'যুক্ত ওটমিল: কাজ সহজ করার জন্য প্যাকেটজাত ওটমিল কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার জানা উচিত বিভিন্ন ধরনে 'ইনস্ট্যান্ট ওটমিল'য়ে থাকে নানান কৃত্রিম উপকরণ এবং চিনি।

যেমন কিছু 'ইনস্ট্যান্ট ওটমিল'য়ে ১৪ গ্রাম পর্যন্ত চিনি পাওয়া গেছে। এছাড়াও পাওয়া গেছে 'ভেজিটেবল অয়েল ও কৃত্রিম 'ডাই'। তাই কোনোরকম 'ফ্লেইবার' নেই এমন ওটমিল কেনা উচিত আর সঙ্গে মেশাতে হবে ঘর থাকা উপকরণ।

মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প নিয়ে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজেপি রাজ্য কমিটির নেতৃত্বরা। ছবি ঃ নিজস্ব।

দ্বিতীয়বারের জন্য গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে প্রমোদ সাওয়ান্ত

পানাজি, ২১ মার্চ (হি. স.) : পুরানো মুখেই আস্থা রেখে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করল বিজেপি। গোয়ার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বাছা হয়েছে প্রমোদ সাওয়ান্তকে। দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি ওই চেয়ারে বসছেন। বিজেপির বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে এব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নরেন্দ্র সিং তোমার ও এল মুরুগন।এদিকে ফলাফল ঘোষণার পর থেকে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে কে বসবেন তা নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল। আর ফল ঘোষণার ১১দিনের মাথায় এনিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে ছিলেন বিশ্বজিৎ রানে। তিনি গোয়ার প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। অন্যদিকে হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল যিনি আদপে গোয়ারই বাসিন্দা সেই রাজেন্দ্র আরলেকারের নাম নিয়েও জল্পনা চলছিল। তবে শেষ পর্যন্ত সকলকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেলেন প্রমোদ সাওয়ান্ত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, বিশ্বজিৎ রানেই প্রমোদ সাওয়ান্তের নাম বিধানসভা দলনেতা হিসাবে প্রস্তাব করেন। সকলেই সেই নামকে মান্যতা দিয়েছেন। আগামী পাঁচ বছরের জন্য তিনি বিধানসভার দলনেতা হিসাবে নিয়োজিত থাকবেন।প্রমোদ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, তিনটি নির্দল, মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির সঙ্গেও আমরা কথা বলব। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই সরকার গঠন করতে যাচ্ছি।প্রসঙ্গত, ৪০ সদস্যের গোয়ার আসনে বিজেপি ২০টি আসন জিতে এবং এমজিপি-এর দুইজন বিধায়ক এবং তিনজন নির্দলের সমর্থন পাওয়ার ১১ দিন পরে, বহু-প্রতীক্ষিত আইনসভা দলের বৈঠকের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই বিরোধীরা খোঁচা দিতে ছাড়েনি। তবে সেই সবকিছুকে পাত্তা না দিয়েই গোয়াতে দ্বিতীয় ইনিংশ শুরু করার যাবতীয় কাজ শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। এখন অপেক্ষা শুধু প্রমোদ সাওয়ান্তের গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার।

রামপুরহাটে মুহুর্মুহু বোমাবাজিতে নিহত হলেন তৃণমূলের উপ-প্রধান

রামপুরহাট, ২১ মার্চ (হি. স.) : রাজ্যে রাজনৈতিক খুন অব্যাহত। সোমবার বোমা মেরে খুনের অভিযোগ বীরভূমের তৃণমূল নেতাকে । সোমবার ভর সন্ধ্যায় বীরভূমের রামপুরহাটের বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান ভাদু শেখকে বোমা মেরে খুন হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ।ভরসন্ধ্যায় রণক্ষেত্র বীরভূম। সোমবার ভর সন্ধ্যায় হঠাৎই রামপুরহাটের জনবহুল এলাকায় বোমাবাজি শুরু হয়। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে রামপুরহাট বগটুই মোড়ের কাছে বসেছিলেন বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান ভাদু শেখ। তারপর দীর্ঘক্ষণ এলাকাজুড়ে ব্যাপক বোমাবাজি চলতে থাকে। ভাদু শেখকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়। রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে, কে বা কারা তাঁকে খুন করল, কেন করল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শী লালন শেখের বক্তব্য, আমাদের পাশেই বসে ছিলেন উপ প্রধান। বাইকে চেপে চার পাঁচ এসে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বোমা মারে। আমাদের দিকে বোমা ছোঁড়া হয়। তারা কারা আমি জানি না। আমাদের দিকে বোমা ছুঁড়তে পালিয়ে যায়।রামপুরহাট এক ব্লকের তৃণমূল সভাপতি আনারুল হোসেন বলেন, "খবর পেয়েই হাসপাতালে এসেছি। আমাদের দলের উপ-প্রধান ছিলেন ভাদু শেখ। কে বা কারা ঘটিয়েছে তা পুলিশ-প্রশাসন খতিয়ে দেখবে। দোষীদের ধরা ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রায় বছর খানেক আগে ভাদু শেখের দাদা বাবার শেখকে খুন করা হয়। সেই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে পুলিস। এদিনের খুনের ঘটনায় পুরনো রাজনৈতিক শত্রুতা থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তৃণমূল ব্লক সভাপতি তেমনই ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর দাবি, উপ প্রধানের দায়িত্ব পাওয়ার পর ভাদু শেখ ভালো কাজ করছিল। এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে এনেছিল। এ কারণেই হয়তো কেউ বা কারা তাঁকে খুন করেছে। তবে, দোষীদের কটোর শাস্তির ব্যবস্থা করবে পুলিশ-প্রশাসন।

রাজ্যের দুই প্রান্তে দুই সদ্য নির্বাচিত কাউন্সিলর খুন হয়েছেন, এখনও পনেরো দিনও কাটেনি। পানিহাটির অনুপম দত্ত, ঝালদার তপন কান্দুকেও প্রকাশ্যেই খুন করা হয়েছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে একইদিনে ওই দুই খুনের ঘটনা। তার পরপরই খোদ অনুব্রত মণ্ডলের জেলায় খুন হতে হল তৃণমূল নেতাকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

নাগরিক এবং পুলিশের মধ্যে সবসময় বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ থাকা একান্ত জরুরি

হাফলং (অসম), ২১ মার্চ (হি.স.) : সাধারণ নাগরিক ও পুলিশের মধ্যে সবসময় বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ থাকা একান্ত জরুরি। এমন-কি জনগণের স্বার্থে এবং সাধারণ মানুষের রক্ষণাবেক্ষণে সবসময় পুলিশকে দায়বদ্ধ থাকা উচিত, মন্তব্য করেছেন গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পিবি কটকি এবং রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন পুলিশ-প্রধান মুকেশ সহায়। সোমবার হাফলঙের জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে রাজ্য পুলিশ দায়বদ্ধ আয়োগের উদ্যোগে এবং ডিমা হাসাও পুলিশের সহযোগিতায় এক আইন সজাগতা ও মতবিনিময় সভায় কথাগুলি বলেছেন আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি পিবি কটকি।

সভায় গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি তথা রাজ্য পুলিশ দায়বদ্ধ আয়োগের অধ্যক্ষ পিবি কটকি বলেন, অসম পুলিশ আইন ২০০৭ (সংশোধিত) ৭৮(১) নম্বর ধারা অনুযায়ী পুলিশের দ্বারা সংগঠিত যে কোনও কার্য বা নিষ্ক্রিয়তা গুরুতর নিয়মবহির্ভূত আচরণ হিসেবে পরিগণেত হবে। পুলিশের জিম্মায় মৃত্যু হলে ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২০ ধারার পরিভাষা মতে বিবেচিত গুরুতর আঘাত, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টা করা। যদি পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কোনও লোককে প্রাপ্য নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সে ধরনের কার্য পুলিশের নিয়মবহির্ভূত আচরণের আওতায় পরে বলে মন্তব্য করে প্রাক্তন বিচারপতি পিবি কাকতি বলেন, যদি পুলিশ আইন অনুযায়ী কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অবহেলা করে এবং সাধারণ মানুষের ন্যায় পেতে সমস্যার সৃষ্টি হয়, তখন এ ধরনের নিয়ম বহির্ভূত আচরণের ক্ষেত্রে পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও লোক যদি অভিযোগ দাখিল করেন তা-হলে আয়োগ সংশ্লিষ্ট পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে বলে জানান পিবি কটকি।

এদিন প্রথমে রাজ্য পুলিশ দায়বদ্ধ আয়োগ অসমের সচিব ডিএন নাথ বলেন, অসম পুলিশ আইন ২০০৭ (সংশোধিত) অনুযায়ী রাজ্য পুলিশ দায়বদ্ধ আয়োগ অসম গঠিত হয়। পুলিশের কাজকর্ম আইন অনুযায়ী হচ্ছে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং নীতিগত ভাবে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে পুলিশকে দায়বদ্ধ করে তোলাই হচ্ছে আয়োগের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ডিএন নাথ বলেন, পুলিশকে দায়বদ্ধ হতে গেলে প্রথমে তাঁদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে পুলিশকে কাজ করে যেতে হবে এবং পুলিশকে দক্ষতাপূর্বক হতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। নাথ বলেন, অসম পুলিশ আইন ২০০৭ (সংশোধিত)-এর ৮৪ ধারা অনুযায়ী রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বা প্রতিটি পুলিশ সংমণ্ডলে পুলিশ দায়বদ্ধ কর্তৃপক্ষ গঠন করার ব্যবস্থা রয়েছে। এই কর্তৃপক্ষ পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করে অসম পুলিশ সংশোধিত আইনের ৮৫ ধারা মতে প্রতিটি জেলায় বা প্রতিটি পুলিশ সংমণ্ডলে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ ধরনের কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়নি রাজ্যের কোনও জেলা বা পুলিশ সংমণ্ডলে। যার দরুন সব ধরনের অভিযোগ অসম পুলিশ দায়বদ্ধ আয়োগে গ্রহণ করে এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে বলে মন্তব্য করেন সচিব ডিএন নাথ।এদিন আইন সজাগতা ও মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রনীল বরুয়া, জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষের সচিব আব্দুল কাদির, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি রেবেকা সাংসন প্রমুখ। তাছাড়া এদিনের আইন সজাগতা ও মতবিনিময় সভায় নাগরিক সমিতি, মহিলা সমিতি, জেলার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিনিধি এবং ডিমা হাসাও পুলিশের অফিসার জওয়ানরা উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ্য শৈশব - সুস্থ্য কৈশোর অভিযান রাজনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ মার্চ।। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত চিলাপাথর উচ্চ বিদ্যালয়ে 'মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ্য শৈশব - সুস্থ্য কৈশোর অভিযান ২.০' এর জেলাভিত্তিক শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন শ্রীযুক্ত তপন দেবনাথ, রাজনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডঃ প্রণয় বর্মন, জেলার নোডাল অফিসার ডঃ সৌরভ দাস সহ অন্যান্য অতিথি বৃন্দ।আজ থেকে ২৮শে মার্চ ২০২২ ইং পর্যন্ত সারা জেলাতে এই অভিযান চলবে। এই অভিযানের মাধ্যমে ০ থেকে ১৯ বছরের শিশু ও কিশোর দের ভিটামিন এ , জিংক ট্যাবলেট, আয়রন ও ফলিক এসিড, ও আর এস এবং অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট দেওয়া হবে। পাশাপাশি এ অভিযানের সাথে নতুন করে সংযোজন করা হয় পোষণ অভিযান। পোষণ অভিযান এর মাধ্যমে শিশুদের ওজন ও উচ্চতা মাপার মাধ্যমে পুষ্টিমান নির্ণয় করা হবে।

পরিকাঠামোগত সমস্যায় ধুকছে হাওয়াইবাড়ি স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ মার্চ ।। তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে হাওয়াইবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষক বিহীন বিদ্যালয়ে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করাতে গিয়ে বেগ পোহাতে হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। খবরে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে হাওয়াইবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৫৫ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে। বিদ্যালয়টি হাওয়াইবাড়ি এলাকায় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জন্ম লগ্ন থেকেই বিদ্যালয়টিতে নেই বাউন্ডারি ওয়াল, এতে করে যে কোন সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। তাছাড়া বিদ্যালয়টিতে মোট ১৭৫ জন ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষক বরাদ্দ রয়েছে মাত্র পাঁচ (৫) জন। এর মধ্যে বিদ্যালয়ে নেই প্রধান শিক্ষক। ইনচার্জ হিসেবে এই বিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন নিয়তি পাল, উনিও প্রায়শই ট্রেনিং-মিটিং ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ব্যাস্ত থাকেন। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ৪ জন শিক্ষক দিয়েই পাঠ দান করাতে হয়। বিদ্যালয়টিতে নেই বসার জন্য উপযুক্ত ব্রেঞ্চ। ফলে একটি ব্রেঞ্চের মধ্যেই গাদাগাদি করে তিন থেকে চার জন ছাত্রছাত্রীকে বসিয়ে পাঠ দান করানো হচ্ছে এই বিদ্যালয়ে, যা ছাত্রজীবনে এক অসহ্য যন্ত্রণার শামিল। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ করে জানিয়েছেন, জগদম্বার মতো বৈদ্যুতিন পাখা গুলো শ্রেণিকক্ষে ঝুলে থাকলেও দীর্ঘ প্রায় আড়াই থেকে তিন বছর যাবত সেগুলো বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে গুলোকে সারাইয়ের কাছে হাত দিচ্ছে না। ফলে অসহ্যকর গরমের মধ্যে একই ব্রেঞ্চের মধ্যে ৩-৪ জন ছাত্রছাত্রীকে গাদাগাদি করে বসতে হয়।

গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী পাথারকান্দির যুবক

পাথারকান্দি (অসম), ২১ মার্চ (হি.স.) : নিজের শয়ন কক্ষে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী হয়েছে এক যুবক। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে পাথারকান্দি থানাধীন দোহালিয়া-ফরিদকোণা গ্রাম পঞ্চায়েতের দোহালিয়া পার্ট পাঁচের আট নম্বর ওয়ার্ডে। আত্মঘাতী যুবককে জনৈক দীপক দাসের ছেলে দেবরাজ দাস (১৯) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।জানা গেছে, মৃত দেবরাজ স্থানীয় এক সভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। গত কিছুদিন ধরে সে পাথারকান্দি শহরের এক দন্ত চিকিৎসা কেন্দ্রে সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিল। রবিবার রাতেও সে যথারীতি চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে রাত নয়টার মধ্যে বাড়ি ফিরে পরিবারের লোকদের সাথে খাওয়া দাওয়া শেষে নিজের শয়ন কক্ষে চলে যায়। কিন্তু আজ সোমবার সকালে সে সময়মতো ঘুম থেকে না ওঠায় পরিবারের লোকজন ঘরের বাইরে থেকে তাকে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু সে সাড়া দিচ্ছিল না। পরে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তার নিথর দেহ ঘরের টাইবিমের সাথে গলায় ওড়না জড়িয়ে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে বলে দেখেন পরিবারের সদস্যরা।ঘটনার খবর দেওয়া হয় পাথারকান্দি থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহের প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। ময়না তদন্তের পর আজ বিকেলে দেবরাজের মৃতদেহ তার পরিবারবর্গের হাতে সমঝে দেয় পুলিশ। কী কারণে দেবরাজ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধরের ঘটনায় প্রধানের ফের ৭ দিনের পুলিশি হেপাজত

তুফানগঞ্জ ২৮ মার্চ (হি. স.) : সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধরের ঘটনায় কোচবিহারের অন্দরান ফুলবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ফের সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিলেন বিচারক। সোমবার অভিযুক্ত প্রধানকে আদালতে তোলা হলে বিচারক এই নির্দেশ দেন।সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় বর্মন জানান, এদিন মোট দশজনকে এসিজেএম কোর্টে তোলা হয়। এসিজেএম ইলেপচা অন্দরান ফুলবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। এছাড়াও একজনকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হয়। বাকি আটজনকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ফের তাদের ২৮ মার্চ আদালতে তোলা হবে বলে সরকারি আইনজীবী জানান।

প্রসঙ্গত, তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে খেলার সময় অন্দরান ফুলবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে সিগারেট খেতে মানা করেন সিভিক ভলান্টিয়ার সহিদুল সরকার। সেই সময় প্রধান তাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। এরপর নতুন বাজার এলাকায় সহিদুল সরকারের দোকানে প্রধানের নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়। সহিদুলের বাড়ি ভাঙচুরেরও হুমকি দেওয়া হয়। রাতে পুলিশ এলাকায় গেলে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া হয়। পুলিশ আটজনকে গ্রেফতার করে। পরের দিন গ্রেফতার হন প্রধান সহ আরেকজন।

কাটিগড়া ও বিহাড়ায় দুই নাবালিকা নববধূ উদ্ধার শিশু সুরক্ষা সমিতির

বিহাড়া (অসম), ২১ মার্চ (হি.স.) : কাছাড় জেলার কাটিগড়া থানাধীন বুরুঙ্গা প্রথম খণ্ড এবং বিহাড়া রাজদিঘির পার গ্রামে অভিযান চালিয়ে দুই নাবালিকা বধূকে উদ্ধার করা হয়েছে। বয়স লুকিয়ে দুই নাবালিকার বিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সুনির্দিষ্ট তথ্য ও গোপন খবরের ভিত্তিতে কাছাড়ের শিশু সুরক্ষা আধিকারিক (ডিসিপিও) নবনিতা হাজরিকার (এসিএস) নির্দেশে আজ সোমবার ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রটেকশন ইউনিটের কর্মকর্তা পারবিন আখতার মজুমদার, বিদ্যুৎ নাথরা বিহাড়া পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে অভিযানে নামেন।প্রথমে তাঁরা বিহাড়া তৃতীয় খণ্ডের রাজদিঘিরপার গ্রামের রেব্বুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালান। রেব্বুলের ছেলে আজমল হোসেনের সঙ্গে বিহাড়া ষষ্টের তিনটিকরি গ্রামের নুরুল ইসলামের ১৫ বছরের নাবালিকা মেয়ের গত ২৬ জানুয়ারি বেআইনিভাবে বিয়ে হয়েছে বলে চাইল্ড লাইন সংস্থার সেন্টার কো-অর্ডিনেটর জাহান আহমদ মজুমদারের চিঠির সূত্র ধরে বাড়িতে তদন্ত চালিয়ে নাবালিকা নববধূকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন শিশু সুরক্ষা আধিকারিকরা।

এদিন অনুরূপভাবে চাইল্ড লাইন সংস্থার অপর এক চিঠির মাধ্যমে অবগত হয়ে বুরুঙ্গা প্রথম খণ্ডের জনৈক শান্ত রিকিয়াসনের ঘর থেকে সদ্যবিবাহিত ১৫ বছরের নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করেন শিশু সুরক্ষা সমিতির কর্মকর্তারা।জানা গেছে, বুরুঙ্গা সেন্ট ভিয়ানি স্কুল সংলগ্ন শান্ত রিকিয়াসনের ছেলে সুরজিৎ রিকিয়াসন কাছাড় জেলার আমড়াঘাটের ১৩ বছরের নাবালিকা এক মেয়েকে কিছুদিন আগে বিয়ে করেছে। তাই উভয় ঘটনার সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়ে আজ জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিকের নির্দেশে সমিতির কর্মকর্তারা পুলিশি সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে নাবালিকা দুই নববধূকে উদ্ধার করেছেন।উদ্ধারকৃত দুই নাবালিকাকে শিলচরের শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভাগীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের কাছে তাদের সমঝে দেওয়া হবে বলে জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, কাছাড় জেলায় ইদানীংকালে একের পর এক বাল্য বিবাহের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। যদিও শিশু শ্রম, বাল্য বিবাহ ও শিশু পাচারের অপরাধজনক ঘটনাবলির লাগাম টানতে জেলার শিশু সুরক্ষা আধিকারিক (ডিসিপিও) নবনিতা হাজরিকা লাগাতার কঠোর পদক্ষেপ জারি রেখেছেন। জেলা প্রশাসন ও শিশু সুরক্ষা সমিতির লাগাতার অভিযানের ফলে তুলনামূলকভাবে শিশু শ্রম ও বাল্য বিবাহের ঘটনাবলির পরিসংখ্যান নিম্নগামী হওয়ায় সমাজের সচেতন মহলে স্বস্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মারুতির ভেতর থেকে জনতার হাতে উদ্ধার গরু

দিগরখাল (অসম), ২১ মার্চ (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত দিগরখালে পাচারের পথে মারুতি কারের ভেতর থেকে গরু উদ্ধার করে পুলিশে সমঝে দিলেন জনগণ। আজ সোমবার সকালে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের দিগরখাল কমপ্যাক্ট গেট সংলগ্ন স্থানে মেঘালয় অভিমুখী সন্দেহজনকভাবে দ্রুতগামী এমএল ০৪ সি ৩৩৮৭ নম্বরের একটি মারুতি কারের পিছু ধাওয়া করেন এলকার জনতা। এক সময় তাঁরা রাস্তা আগলে মারুতির গতিরোধ করেন। গাড়ির ভেতর থেকে একটি গরু উদ্ধার করে গুমড়া পুলিশ ফাঁড়িতে সমঝে দেন স্থানীয় জনতা। মারুতি কারের চালক ও সহ চালক কৌশলে গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে।

পাথারকান্দিতে আরও এক গরু চোর ধরলেন জনতা

পাথারকান্দি (অসম), ২১ মার্চ (হি.স.) : রবিবার রাতে পাথারকান্দি ব্লক এলাকার মানুষের হাতে ফের ধরা পড়েছে এক দাগি গরু চোর। ধৃত চোরকে পাথারকান্দি থানার হাতে তুলে দিয়েছেন জনতা। এর আগে শনিবার রাতে আরেক চোর ধরা পড়েছিল লাগোয়া নারাইণপুর গ্রামের জনগণের হাতে। গতকাল রাতে ধৃতকে রাতাবাড়ি থানাধীন পশ্চিম টঙ্গিবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা জনৈক আব্দুল শুক্কুরের বছর ৩০-এর আজিম উদ্দিন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, গত কিছুদিন ধরে বৃহত্তর পাথারকান্দির বিভিন্ন গ্রাম সহ চা বাগান এলাকার কৃষক ও সাধারণ জনগণের বাড়িতে ঘন ঘন গবাদি পশু চুরির ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। বিষয়টি বার-কয়েক পুলিশ প্রশাসনের উর্ধতন মহলে জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। স্থানীয়রা জানান, রবিবার রাতে একদল চোর পাথারকান্দি ব্লক অফিস সংলগ্ন গ্রামে হানা দিয়ে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে একটি গরু চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে টের পেয়ে যান বাসিন্দারা। গ্রামের জনগণের প্রচেষ্টায় স্থানীয় খেলার মাঠে গরু সমেত ধরা পড়ে চোর আজিম। তাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে সমঝে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে।

ঝাড়খন্ড সীমান্তের জমিতে হাতির দল তান্ডব চালিয়ে দফারফা করছে ফসলের

ঝাড়গ্রাম, ২১ মার্চ (হি. স.) : গত এক সপ্তাহ ধরে ঝাড়খন্ড সীমান্ত লাগুয়া গ্রামের বোরোধান জমিতে তান্ডব চালিয়ে ফসলের দফারফা করছে হাতির দল। পাশাপাশি খাবারের সন্ধানে গ্রামে ঢুকেও তান্ডব চালাচ্ছে হাতির দল। এমনকি দিন দুপুরেও হাতি দল বোরোধান জমিতে ঢুকে খেয়ে, পায়ে মাড়িয়ে তছনছ করেছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাটি জামবনী রেঞ্জের চিংড়া বীটের সিতমডিহি এলাকায়। প্রায় রোজ দিন হাতির দলের তান্ডবে আতঙ্কিত গ্রামের বাসিন্দারা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গত এক সপ্তাহ ধরে সিতমডিহি, চিঁচিড়া, ফেঁকো এলাকায় ১৮ থেকে ২০ টি হাতির দল তান্ডব চালাচ্ছে হাতির দল। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ হাতির দলটি সকাল বিকেলে রাতে যখন তখন ধান জমিতে নেমে বোরোধান গুলিকে তছনছ করছে হাতির দলটি। বনদফতরকে হাতিগুলিকে তাড়ানোর জন্য বারে বারে জানানো হলেও হাতি গুলিকে তাড়ানোর কোনো রকমের ব্যাবস্থা গ্রহণ করছেন না। যদিও বনদফতরের দাবি হাতি গুলিকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে বনকর্মীরা। কিন্তু এই এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমানে খাবার থাকায় হাতির দলটি ওই এলাকা ছেড়ে যেতে চাইছে না। বনকর্মীরা হাতিগুলিকে তাড়া করলে পাশের রাজ্যে ঝাড়খন্ডে দিকে চলে যাচ্ছে। পরে আবার হাতিগুলি ওই এলাকায় ফিরে আসছে। এদিকে স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ এবছর অতিবর্ষণের ফলে অনেক কৃষকের ধান জমিতেই ভিজে নষ্ট হয়েছে। তারপর আবার এই বোরোধান গুলিকেও খেয়ে, পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করছে হাতি। এই ভাবে হাতির দল ধান জমিতে ক্ষয়ক্ষতি করলে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বলে আশঙ্কা কৃষকদের। উল্লেখ্য জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলার জঙ্গল লাগুয়া গ্রাম গুলিতে প্রায় রোজদিনেই তান্ডব চালাচ্ছে হাতির দল। জঙ্গলে খাবার না পেয়ে অনেক সময় গ্রামে ঢুকে ঘরবাড়ি ভাঙ্গচুর করে হাতি।

তেলিয়ামুড়ার গামাইবাড়িতে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে আগুন। ছবি নিজস্ব।

দশ লক্ষ টাকার শুকনো গাঁজাসহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর,২১ মার্চ।। অভিনব কায়দায় শুকনো গাঁজা পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে ডিআই গাড়ি বোঝাই দশ লক্ষ টাকার শুকনো গাঁজা সমেত ধৃত এক।ধৃত মাদক পাচারকারী পশ্চিম থানাধীন রাজনগর এলাকার পলাশ মিয়াঁ।জানা গেছে, রবিবার উত্তরের বাগবাসা আউট পোষ্টের পুলিশের কাছে গোপন খবর আসে,রাজ্য থেকে অসমের উদ্যেশ্যে গাঁজা পাচার হবে।

সেই সূত্র ধরে বাগবাসা আউট পোষ্টের পুলিশ সানীয় থানার হলিক্রস স্কুল সংলগ্ন আট নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে ওঁৎপেতে বসলে আসে সাফল্য। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ অসম অভিমুখী টি আর ০১ এপি ১৭৮১ নম্বরের পন্যবাহী ডি আই গাড়ি উক্ত স্থানে আসলে গাড়িতে তল্লাশি চালায় সানীয় থানার পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির বডির ভেতরে অভিনব গোপন চেম্বার কেটে আটাশ প্যাকেটে মোট একশো এক কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।যার বাজার মূল্য আনুমানিক মুল্য দশ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে।সাথে আটক করা হয় পলাশ মিয়াঁ(২১) নামের এক গাঁজা পাচারকারীকে। ধৃতের বাড়ি আগরতলার পশ্চিম থানাধীন রাজনগর এলাকায়।সাথে সানীয় থানার পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে সোমবার ধৃত গাঁজা পাচারকারীকে পুলিশি রিমান্ড চেয়ে ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ।

অপরদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধারকৃত শুকনো গাঁজা গুলি আগরতলা থেকে অসমের বরাক উপত্যকার উদ্যেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। পন্যবাহী ডি আই গাড়িটি ত্রিপুরা ও অসমে আবাদ বিচরণের জন্য উভয় রাজ্যের একাধিক নম্বার প্লেইট ব্যবহার করছিল পাচারকারী।সেসকল অবৈধ্য নম্বার প্লেইট উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক ধারনা উক্ত ডি আই গাড়িটি বহুদিন যাবৎ গাঁজা পাচার কান্ডে যুক্ত ছিল।

সংরক্ষিত বনাঞ্চলে আগুন অল্পেতে রক্ষা পেল তিনটি গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। ফরেস্ট রিজার্ভের জঙ্গলে আগুন লাগার ফলে অল্পেতে রক্ষা পেল তিনটি গ্রাম। ধ্বংসস্তূপে পরিণত ৮০ শতাংশ ফরেস্ট রিজার্ভের বাগান।। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন গামাই বাড়ি ফরেস্ট রেঞ্জ সংলগ্ন ফরেস্ট রিজার্ভের জঙ্গলে।

সংবাদে জানা যায়, বসন্ত ঋতুর চৈত্র মাসে গাছের পাতা ঝরে পড়ে যায়, শুকনো হয়ে পরে গাছের ডালপালা, বুজে যায় লতানো গাছ পালা সহ ছোট আকারের গাছপালা এবং ঝরে পড়া পাতা এবং শুকনো গাছের ডালপালা গুলি চৈত্রের তপ্ত রোদে থাকার ফলে বিন্দুমাত্র আগুনের সংস্পর্শে আসা মাত্রই দাও দাও করে জ্বলে ওঠে। আর এরকমই ঘটনা ঘটলো সোমবার তেলিয়ামুড়া মহাকুমার গামাইবাড়ি স্থিত চতুর্দিকে ঘনবসতি -তে ঘেরা ফরেস্ট রেঞ্জের বিশাল এলাকার এক বিস্তীর্ণ জঙ্গলে। অল্পেতে রক্ষা পেল সংশ্লিষ্ট এলাকার ঘনবসতির সম্পন্ন তিনটি গ্রাম।

একাংশ এলাকাবাসীদের ধারণা,,, হয়তোবা পার্শবর্তী রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী কোনো পথচারী ধূমপান করে তার অবশিষ্টটুকু আগুন সমেত জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় হয়তো। আর তার ফলে সোমবার সকাল থেকেই জঙ্গলে অল্পবিস্তর আগুন দেখতে পায় পার্শবর্তী এলাকার এলাকাবাসীরা। প্রথম অবস্থায় আগুনের ততটা তীব্রতা না থাকায় অনেকেই এড়িয়ে যায় ঘটনাটিকে। কিন্তু পরবর্তীতে দুপুর নাগাদ আগুনের লেলিহান শিখা দাও দাও করে জ্বলে ওঠে সম্পূর্ণ জঙ্গলের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। আগুনের তীব্রতা এবং ভয়ঙ্কর রূপ দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে জঙ্গলের পার্শবর্তী তিনটি গ্রামে বসবাসকারী এলাকাবাসীরা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীর কর্মীদের, খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়ার দমকল বাহিনীর কর্মীরা। দীর্ঘ দেড় ঘন্টা ধরে পরপর দুবার প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সফল হয় দমকল বাহিনীর কর্মীরা। আচমকা গামাইবাড়ি স্থিত ফরেস্ট রিজাভ জঙ্গলে এই বিশাল আকার আগুন লাগা -কে কেন্দ্র করে তিনটি গ্রামের মানুষের মধ্যে একপ্রকার আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।।

এই সুখা মরসুমে বনদপ্তর এবং অগ্নিনির্বাপক দফতরের উদ্যোগে 'জঙ্গল ফায়ার' -এর জঙ্গলকে সুরক্ষিত রাখার জন্য জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনামূলক কর্মসূচি করার কথা থাকলেও, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে করা হচ্ছে না মানুষদের নিয়ে সেই সচেতনতামূলক শিবির। আর যার ফলে এই ধরনের ঘটনা জঙ্গলে প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে। এখন দেখার বিষয় প্রশাসনিক উদ্যোগে ' জঙ্গল ফায়ার' -এর অঙ্গ হিসেবে কি ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগরের ট্রেড সেন্টার কদমতলায় স্থাপন করার দাবি আগর এসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। আগরের ট্রেড সেন্টার কদমতলায় স্থাপন করার দাবি আগর এসোসিয়েশনের। এজন্য প্রয়োজনীয় জমি দিয়েছে ফুলবাড়ি পঞ্চায়েত। আজ থেকে ২০ বছর আগে উত্তর জেলায় বাণিজ্যিকভাবে আগর চাষ শুরু হয়। আগর একটি সুগন্ধি জাতীয় কাঠ যাকে পৃথিবীর অন্যতম দামি কাঠ বলা হয়। আগরের কাঠ, তেল, পারফিউম মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। ত্রিপুরার উত্তর জেলায় বিপুল পরিমাণে আগর আছ রয়েছে। সর্বাধিক আগর গাছ রয়েছে কদমতলায়। বাম আমলে আগর ব্যবসায়ীরা বৈধতা পায়নি।

বিজেপি - আইপিএফটি জোট সরকার আসার পর ত্রিপুরায় আগরের নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে সাক্ষাত করে ত্রিপুরার বৃহৎ আগর শিল্পের সম্ভাবনার দিকটি তুলে ধরেন। বিপ্লব কুমার দেব ভারতের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি আগর নিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন।আগর ব্যবসায় অনেক জটিলতা রয়েছে এগুলি রাজ্য সরকারের পক্ষে একা দুর করা সম্ভবপর ছিল না। ২০২১ সালে আগর উড পলেসি নিয়ে আসে ত্রিপুরার রাজ্য সরকার। এরপর থেকেই আশার আলো দেখে ত্রিপুরার আগর ব্যবসায়ীরা। রাজধানীর হোটেল পলো টাওয়ারে আগরের ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলনের আয়োজন করে রাজ্য সরকার। এখানে দেশ-বিদেশের আগরের ক্রেতারা আসেন। গোটা ত্রিপুরায় আগর চাষ সম্ভব। ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে একমাত্র আগরই আছে যা দিয়ে ত্রিপুরার অর্থনীতিকে মজবুদ করার পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কোটি কোটি টাকার আগর এখনো বাঁকা পথে ত্রিপুরা থেকে পাচার হচ্ছে। আগর ব্যবসায় আরো সরলীকরণ করলে ব্যবসায়ী, চাষী ও সরকারের মুনাফা হবে আরো।

রাজ্য বিধানসভায় ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে ত্রিপুরায় ১৫ কোটি ব্যয়ে আগর ট্রেড সেন্টার নির্মাণ হবে। সেই আগর ট্রেড সেন্টারটি যাতে কদমতলায় হয় তার দাবি রাখছে অল ত্রিপুরা আগর এসোসিয়েশন। কদমতলা ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে চার কানির ভুমি পরিদর্শন করেছিলেন ব্লক চেয়ারম্যান সহ বন দপ্তরের আধিকারিকরা। এবার ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত রেজুলেশন করে সেই ভুমি আগর ট্রেড সেন্টারের জন্য দেওয়ার তৈরি হয়ে গেছে। পঞ্চায়েতের প্রধান, মেম্বাররা জানান আগরের ট্রেড সেন্টারটি নির্মাণ হলে পিছিয়ে পড়া ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চেহারা বদলে যাবে। তারপাশাপাশি এলাকার আগর ব্যবসায়ী ও চাষিরা বেশ লাভবান হবেন। অপরদিকে অল ত্রিপুরা আগর এসোসিয়েশন নেতৃত্বরা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে কদমতলার আগর অঞ্চল পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

উদয়পুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত স্বল্প সঞ্চয় পোস্টাল এজেন্টদের কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ মার্চ।। দীর্ঘ দুবছর করোনা আবহে স্বল্প সঞ্চয় বিভাগের উদয়পুর মহকুমার উদ্যোগে কোন কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ শিবির করা হয়নি, ফলে নতুন এস এ এস এবং এম পি কে বি ওয়াই এজেন্টদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই সমস্যা নিরসনে উদয়পুর মহকুমা স্বল্প সঞ্চয় বিভাগের তথা মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়ের উদ্যোগ আজ উদয়পুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হলো স্বল্প সঞ্চয় পোস্টাল এজেন্টদের এক দিবসীয় কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ শিবির। উদ্বোধক হিসেবে শিবিরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন গোমতি জেলা পরিষদের সভাপতি স্বপন অধিকারী।

অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুরপরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার , প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী পুরপিতা অনুপম চৌধূরী, উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়, ডেপুটি কালেক্টর সুমন দেববর্মা, স্বল্প সঞ্চয় পোস্টাল এজেন্ট এসোসিয়েশন উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে দুলাল চন্দ্র দে ও অপুরাম সরকার।কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ শিবিরে বক্তারা স্বল্প সঞ্চয়ের গুরুত্ব নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন। কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ শিবিরে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর হেড পোষ্টঅফিস,গর্জি, টি কলোনি (মাতাবাড়ি), গকুলপুর, টেপানিয়া ও কাকড়াবন সাব পোস্ট অফিসের এজেন্টদের সমস্যা নিরসনে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উদয়পুর মহকুমা অন্তর্গত উল্লিখিত পাঁচটি সাব পোস্ট অফিসের ২০৩ জন এজেন্টদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়। কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ শিবিরে সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুরপরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার মহোদয়।

সড়ক সুরক্ষা জাগৃতি অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ মার্চ।। প্রজাপতি ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সড়ক সুরক্ষা বিষয়ে জাগৃতি আনার লক্ষ্যে গোটা ভারত ব্যাপী শুরু হয়েছে সড়ক সুরক্ষা জাগৃতি অভিযান। গত ১৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই অভিযানের সূচনা করেন। এ বছর স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষ উদযাপন তথা আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরাতে সর্বমোট ৭৫ টি প্রোগ্রাম করার পরিকল্পনা নিয়েছে এই প্রজাপতি ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় সংস্থা। আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত বাইক রেলী এবং বিভিন্ন স্থানে সভা করে সড়ক সুরক্ষা বিষয়ে জনজাগরণ সৃষ্টির কাজ চলছে। বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজ প্রাঙ্গণে, বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, বিশালগড় থানা প্রাঙ্গণ এবং সবশেষে বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ডে সচেতনতা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ব্রহ্মাকুমারী মনিকা, ব্রহ্মাকুমারী, মামনি ব্রহ্মাকুমার গোপাল। এছাড়া ছিলেন জেলা ট্রান্সপোর্ট অফিসার দিবাকর দাস। আগামী ২৭ শে মার্চ সাব্রুম গিয়ে সমাপ্তি ঘটবে। অপরদিকে আগরতলা থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত যাবে অপর এক জাগৃতি বাইক র‍্যালি।এই মহতী কর্মযজ্ঞে মুখ্য সঞ্চালিকা হিসেবে কাজ করছেন ব্রহ্মাকুমারী কবিতা। সোমবার সন্ধ্যায় এই সচেতনতা সমাবেশে মোটর স্ট্যান্ড এর শ্রমিক, ড্রাইভার এবং লোকসমাগম ছিল লক্ষণীয়।

মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ্য শৈশব - সুস্থ্য কৈশোর অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ মার্চ।। সোমবার অফিসটিলা টাউন হলে ২১শে মার্চ ২০২২ ইং সিপাহীজলা জেলায় 'মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ্য শৈশব - সুস্থ্য কৈশোর অভিযান ২.০' থেকে ২৮শে মার্চ ২০২২ ইং পর্যন্ত সারা জেলাতে এই অভিযান চলবে ।এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহী জলা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বশ্রী বি, সিএমও ডাঃ রঞ্জন বিশ্বাস, এসডিএম ও জ্যোতির্ময় দাস যারা উপস্থিত ছিলেন নোডাল অফিসার ডাঃ অন্তরা বণিক। এই অভিযানের মাধ্যমে ০ থেকে ১৯ বছরের শিশু ও কিশোরদের ভিটামিন এ , জিংক ট্যাবলেট, আয়রন ও ফলিক এসিড, ও আর এস এবং অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট দেওয়া হবে। পাশাপাশি এ অভিযানের সাথে নতুন করে সংযোজন করা হয় পোষণ অভিযান। পোষণ অভিযান এর মাধ্যমে শিশুদের ওজন ও উচ্চতা মাপার মাধ্যমে পুষ্টিমান নির্ণয় করা হবে।

একই

● প্রথম পাতার পর

তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানান, এর আগেও বেশ কয়েকবার কালিবাজার এ চুরির ঘটনা ঘটেছে। পরপর এসব চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ীরা রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত। রাতে কালি বাজারে পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য বাজার ব্যবসায়ী তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

বিশ্রামগঞ্জে

● প্রথম পাতার পর

যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়।

বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে স্থানীয় লোকজন গাড়ির চালককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। গাড়িচালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। অভিযুক্ত গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

আত্মঘাতী

● প্রথম পাতার পর

পুলিশকে। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিশালগড় হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। এদিকে ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় যুবকের আত্মহত্যার সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

মণিপুরে

● প্রথম পাতার পর

অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ সভানেত্রী শারদা অধিকারিমায়ুম দেবী, বিজেপির সব বিধায়ক, শরিক দল এনপিএফ-এর বিধায়ক, বহু দলীয় নেতা, কর্মী এবং প্রশাসনিক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ দুপুরে ইমফল বিমানবন্দরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে স্বাগত জানান নংথমবাম বীরেন সিং, প্রদেশ সভানেত্রী শারদা অধিকারিমায়ুম দেবী, কেন্দ্রীয় নেতা সম্বিত পাত্রা, অজয় জামুয়াল সহ অনেকে।

উল্লেখ্য, ৬০ সদস্যের মণিপুর বিধানসভায় বিজেপি একা ৩২টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করেছে।

বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

মানসিক অত্যাচার করত।

সোমবার সকালে প্রতিদিনের ন্যায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। কোন এক সময় ঝগড়ায় রেশ এমন জায়গায় পৌঁছায় যে স্বামী রাকেশ দেবনাথ তার স্ত্রী সাবিত্রী ভট্টাচার্যী(দেবনাথ) গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুরিয়ে মারার চেষ্টা করে। এমন কি সন্তানকে ও মার ধর করে বলে জানায়। আরো বলেন স্বামীর উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান। জানা গেছে মহিলার শরীরের নব্বই শতাংশই পুড়ে গেছে।জেলা হাসপাতাল থেকে অগ্নিদগ্ধা গৃহবধূকে আগরতলায় জি বি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সংবাদ লেখা পর্যন্ত পুলিশে এখনো পর্য্যন্ত কোন ধরনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বলে শোনা গেছে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বিধানসভায় শিক্ষা ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, পূর্বতন সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়ে রাজ্যের মানুষকে আত্মনির্ভর না করে পরনির্ভর করে রেখেছিল। বর্তমান সরকার সবাইকে নিয়ে সবার উন্নয়ন চাইছে। ভারতের এক নম্বর মডেল স্টেট হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। গত ৩৫ বছরের বাম শাসনে মানুষকে কর্মবিমুখ করে রাখা হয়েছিল। শিক্ষাম বলেন, রাজ্য সরকার গুণগত শিক্ষ উপর সর্বাধি গুরুত্ব দিয়েছে। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয় তিনি জনজাতিদের উন্নয়ন, কৃষি, শিল্প, বিদ্যুতায়ন, পানীয়জলের ব্যবস্থা, সড়ক যোগাযোগ, গৃহহীনদের ঘরের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির চিত্র তথ্য সহ তুলে ধরেন। তিনি আলোচনায় এখন পর্যন্ত সরকারি চাকরি দেওয়া এবং বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদ পূরণে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের তথ্যও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সারা বিশ্বেই এখন উন্নয়নের রাজনীতি চলছে। সম্প্রতি পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের মানুষ হঠকারি রাজনীতি পছন্দ করে না। নির্বাচনী ফলাফলই তার প্রমাণ।

রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরকারি মুখ্যসচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায় বলেন, ঐতিহাসিক মতদানের মাধ্যমে এই সরকার গঠিত হয়েছে। সরকার প্রথম থেকে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে তৎপর। রাজ্য সরকার নিয়ম নীতি ও নিয়ত এই তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে সরকারি সকল ধরনের উন্নয়নমূলক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার রাজ্যের সাধারণ মানুষের সাথে জুড়ে রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের জন্য আইনগত ও কর্মসূচিগত পদক্ষেপ নিয়েছে এই সরকার। মেধা যাদের রয়েছে তারাই চাকরি পাচ্ছে। বিগত সরকার কেবলমাত্র মানুষের সাথে দ্বিচারিতাই করে গেছে, যা আজও বজায় রয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা বলেন, এই সরকার উন্নয়নে বিশ্বাসী। জাতি, জনজাতি সকলের সমর্থনে সরকার এগিয়ে চলেছে। বিধায়ক সুধাংশু দাস বলেন, রাজ্যের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট সরকার। সময়ের কাজ সময়ের মধ্যে শেষ করতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। এছাড়াও বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস। অপরদিকে রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, বিধায়ক সহিদ চৌধুরী, বিধায়ক বিজিতা নাথ, বিধায়ক যশবীর ত্রিপুরা। আলোচনার পর রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনা সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায় ও রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনা ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ। গৃহবধূ এই বিষয়ে সমীর দের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ ও বাকিদের নামে গৃহবধূর উপর আক্রমনের অভিযোগ এনে বাইখোড়া থানায় মামলা করতে গেলে থানাবাবুরে মামলা রাখেননি বলে অভিযোগ।

গৃহবধূর অভিযোগ তিনি মেডিকেল করানোর জন্য জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে নারায়ণ শীলের দলবল ধমক দিয়ে আসে এতে করে চিকিৎসকরা মেডিকেল করাতে রাজি হননি। পরবর্তীসময় তিনি বিলোনিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে মেডিকেল করান বলে জানান।

থানার দারস্থ য়ে গৃহবধূ কোন প্রকার সহযোগিতা না পেয়ে বাধ্য হয়ে সোমবার সংবাদ মাধ্যমের দারস্থ হন। ১৬ মার্চ, ২০২২ বাইখোড়া বাজারে প্রকাশ্যে মহিলার উপর আক্রমণ ও বাড়ীর মালিক সমীর দে উপর ধর্ষণের অভিযোগ থাকা সত্বেও বাইখোড়া থানার পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করায় শুববুদ্ধী সম্পন্ন লোকজনদের মধ্যে ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে। গৃহবধূ চাইছেন এই বিষয়ে প্রসাশন যেন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে।

সুরাপ্রেমীদের

● প্রথম পাতার পর

সমস্ত প্রকারের দেশীয় মদের উতাদন এবং বিক্রয় বন্ধে ত্রিপুরায় আরক্ষা বাহিনী সকল প্রকার সম্ভাব্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

উপ-মুখ্যমন্ত্রীর জবাব শুনে অতিরিক্ত প্রশ্নে বিধায়কের দাবি, যুব সমাজ তার ক্ষতিকারক প্রভাবে ধ্বংস হচ্ছে। বহু পরিবার ছারখার হয়ে যাচ্ছে। তাই, মদ ত্রিপুরায় পুরোপুরি বন্ধ করার দাবি জানান তিনি। তাঁর প্রস্তাব, ত্রিপুরাকে 'ড্রাই স্টেট' হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হোক। সাথে তিনি পুলিশের মদ বিরোধী অভিযান নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন। অতিরিক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে সিপিএম বিধায়ক সুধন দাস বলেন, ত্রিপুরা নেশায় ভাসছে। এক্ষেত্রে, বিলেতি মদের দোকান বাড়ানোর বদলে কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হোক।

জবাবে উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ড্রাই স্টেট' ঘোষণা দেওয়া হলেই মদ্যপান কমবে, জাতীয় প্রেক্ষাপটে এমন প্রমাণ এখনো মিলেনি। কারণ, মদ্যপানের ফলে তৈরী সমস্যা সামাজিক অভিশাপ। সারা বিশ্বব্যাপী এই সামাজিক সমস্যা রয়েছে। তিনি বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বিদ্রুপের সুরে বলেন, আগে মদের দোকান কম ছিল, তাই মানুষ মদ্যপান কম করতেন। এখন বেড়েছে, তাই মানুষ মদ্যপান বেশি করছেন এই তর্কের বাস্তব ভিত্তি নেই।

তাঁর কটাক্ষ, মদ্যপানের ফলে তৈরী সমস্যাকে নিয়ে রাজনীতি করা শিশু সুলভ আচরণ। তাই, এই সমস্যা নিয়ে রাজনীতি করার বদলে রাজনৈতিক দল হিসেবে সমাজকে সুধরানোর দায়িত্ব নিন, বিরোধীদের পরামর্শ দেন তিনি। তাতে, বিরোধী দলের সচেতক তপন চক্রবর্তী উপ-মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে আপত্তি জানিয়ে বলেন, রাজনীতি করছি না, সামাজিক অবক্ষয় দূর হোক চাইছি আমরা।

লঙ্কাকান্ড

● প্রথম পাতার পর

চালায় বলে অভিযোগ। অভিযোগ,উক্ত আক্রমনকারী দলটি লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে ঘরের আসবাবপত্র তছনছ করে দেয়। ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় একটি স্কুটি।অভিযোগ,ঘরে মজুদ পাঁচ লক্ষ সত্তোর হাজার টাকা সহ একটি স্বর্ণের চেইনও নিয়ে যায় আক্রমনকারী দলটি। গৃহবধুর বাবার বাড়ির লোকজনদের দাবি,ঘটনা মিটমাট হবার পরও কাদির মিয়া তাঁর মেয়েকে মোবাইল ফোন উপহার দিয়েছে।

যদিও প্রান বাঁচাতে এদিন রাতেই বাড়ি ছেড়ে পালায় কাদির মিয়ার আত্মীয় পরিজন। ঘটনার খবর পেয়ে গোটা রাত পুলিশি টহলদারি ছিল আলম বাজার এলাকায়। সোমবার সকালে আক্রান্ত কাদির মিয়ার পরিবারের লোকজন ধর্মনগর থানায় গৃহবধুর বাবা সহ ছয় জনের নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। সানীয় থানার পুলিশ লিখিত অভিযোগ পেয়ে ৪২ নম্বরের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭/৩৮০/৪২৭/৩৪ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করলেও এখন পর্যন্ত কাউকে বাগে আনতে পারেনি বলে খবর। আক্রান্ত পরিবারের বক্তব্য, সম্প্রতি মহাসড়ক নির্মাণে তাদের বাড়ির জমি সরকার অধিগ্রহণ করলে মোটা অংক পায় তাদের পরিবার।তাই চক্রান্ত করে তাদের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ফন্দি গৃহবধুর বাবার বাড়ির লোকজনদের বলে অভিযোগ।তবে পুলিশি তদন্তেই আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে বলে আশাবাদী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মহল।

ইউক্রেন

● প্রথম পাতার পর

পাঠক-দর্শক ছিল। এছাড়া যুদ্ধাপরাধ এবং ইউক্রেনের বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার ন্যায্যতা দেওয়া তিন হাজার ১৭৮টি আর্টিকেল সরিয়ে নেওয়ার কথা জানান তারা। দেশটির সাইবার পুলিশের তৎপরতায় এই কাজটি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন শুরুর পর রবিবার ২৫ দিনের মতো যুদ্ধ চলছে। প্রায় পাঁচ লাখ বাসিন্দার মারিওপোল শহরটি দখল করা রুশ সেনাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেন কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এতে বহু হতাহতের খবর পাওয়া যাচ্ছে। দেশটি ছেড়ে প্রায় ৩৩ লাখ মানুষ পাশের দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে জানিয়েছে জাতিসংঘ।

অধ্যক্ষ

● প্রথম পাতার পর

সদস্য প্রশ্ন জমা দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিতে পেরেছেন এবং তাঁদের প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন।

ক্রীড়া

‘সমালোচকদের জবাব দিতে চাই’ আইপিএল শুরুর আগে হুঙ্কার রাসেলের

ব্যাট হাতে বা হাত ঘুরিয়ে যে কোনও সময়ে ম্যাচের রং বদলে দিতে পারেন আন্দ্রে রাসেল । এখনও তিনি টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বিপজ্জনক ক্রিকেটার। কিন্তু গত দুই মরসুমে ক্যারিবিয়ান দৈত্যকে জ্বলে উঠতে দেখা যায়নি। কিন্তু কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবির তাঁর উপরে আস্থা রেখেছে। আর সেই কারণেই ক্যারিবিয়ান তারকা চান কিছু ফিরিয়ে দিতে। কলকাতা নাইট শিবিরে পা রেখেই ভক্তদের আশ্বাস দিয়ে রাসেলকে বলতে শোনা গিয়েছে, দ্রে রাস এসে গিয়েছে। আর কোনও চিন্তা নেই। অনুশীলনেও নেমে পড়েছেন তিনি। অবলীলায় ছক্কা হাঁকাচ্ছেন। খেলা চলাকালীন প্রতিপক্ষের বোলিং এভাবেই ধ্বংস করেন রাসেল। এবারের আইপিএলেও তাঁর ব্যাট চলবে বলেই মনে করছেন ভক্তরা। যখনই দরকার তখনই হাত ঘুরিয়ে উইকেট তুলে নেবেন বা ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ ধরবেন। সবসময়েই কিছু না কিছু করতে দেখা যায় রাসেলকে। সেই রাসেল মেগা টুর্নামেন্টের বল গড়ানোর আগেই স্থির করে ফেলেছেন, এবারের মরসুমে তিনি দলকে কিছু ফিরিয়ে দিতে চান। রাসেল বলেন, ”হৃদয়ে এই ব্যাজ নিয়ে আবার ফিরে আসায় আমি গর্বিত। গত কয়েক মরসুমে আমাকে নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। অনেক চর্চা হয়েছে। কিন্তু সেই সব সমালোচকদের চুপ করানোর জন্য আমি কেবল পারফর্ম করতে পারি। উদারতা নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব দূর করতে হবে। মাঠে নেমে যে কাজটা আমি সবচেয়ে ভাল করতে পারি, সেটাই করার চেষ্টা করতে হবে। ব্যাটিং, বোলিং বা দুরন্ত ক্যাচ ধরে নিজের অবদান রাখতে চাই ম্যাচে।” রাসেলের এই বার্তাকে অনেকেই হুঙ্কার বলে মনে করছেন।

এদিকে, আইপিএলের পঞ্চদশ সংস্করণের আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সে যেন বদলের ছোঁয়া। মেগা নিলামে দলের খোলনলচে বদলে একেবারে নতুন করে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নাইট শিবির। আগের মরশুমে ব্যর্থ হওয়া সিনিয়রদের বিদায় দিয়ে এবার দলে আনা হয়েছে নতুন তারকাদের। নতুনত্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই মরশুমের জার্সিতেও অভিনবত্বের ছোঁয়া রাখল কেকেআর। শুক্রবার দোলের দিনই নতুন মরশুমের জার্সি প্রকাশ্যে আনল কলকাতা নাইট রাইডার্স। নাইটদের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন খোদ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। জার্সির মূল রং আগের মতোই বেগুনিই থাকছে। তবে এবারে আগের তুলনায় নীলচে আভা বেশি। অন্যদিকে আগেরবারের লম্বা সোনালি স্ট্রিপ এবার আর থাকছে না। তার বদল হাত এবং কোমরের কাছে থাকছে সোনালি গোল স্ট্রিপ।

রাবাডা, ডিককের দাপটে সিরিজে সমতা দক্ষিণ আফ্রিকার

সিরিজের প্রথম ম্যাচে জিতেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ঘরের মাঠে দ্বিতীয় ম্যাচেই সমতা ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা। বাংলাদেশকে ৭ উইকেটে হারাল তারা। এই জয়ে বড় ভূমিকা নিলেন পেসার কাগিসো রাবাডা ও ওপেনার কুইন্টন ডিকক। রাবাডা নিলেন ৫ উইকেট। ডিকক করলেন ৬২ রান।

জোহানেসবার্গে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চাপে পড়ে বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকার পেসারদের সামনে আত্মসমর্পণ করে টপ ও মিডল অর্ডার। তামিম ইকবাল, লিটন দাস, শাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম রান পাননি। মাত্র ৩৪ রানে ৫ উইকেট পড়ে যায় তাদের। তার পরে খেলা কিছুটা ধরেন মাহমুদুল্লা ও আফিফ হোসেন। মাহমুদুল্লা ২৫ রান করে আউট হলে মেহেদি হাসানের সঙ্গে জুটি বাঁধেন আফিফ। তিনি ৭২ রান করে আউট হন। মেহেদি করেন ৩৮। শেষ পর্যন্ত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯৪ রান তোলে বাংলাদেশ। রাবাডা ৩৯ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন।

রান তাড়া করতে বিশেষ সমস্যায় পড়তে হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ওপেনার ডিকক ও মালান শুরুটা ভাল করেন। মালান ২৬ রান করে আউট হলে কাইল ভেরেইনের সঙ্গে জুটি বাঁধেন ডিকক। দু’জনেই অর্ধশতরান করেন। ডিকক ৬২ রান করে আউট হন। ভেরেইনে ৫৮ রানে অপরাজিত থাকেন। অধিনায়ক বাভুমা করেন ৩৭। দক্ষিণ আফ্রিকা ৩৮তম ওভারে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে যায়। এই ম্যাচ জিতে আইসিসি বিশ্বকাপ সুপার লিগ তালিকায় ১০ পয়েন্ট পেল দক্ষিণ আফ্রিকা। এই তালিকায় প্রথম আটে থাকার লড়াই করছে তারা। বর্তমানে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তালিকার প্রথম আট দেশ আগামী বছর ভারতে এক দিনের বিশ্বকাপে সরাসরি সুযোগ পাবে। তালিকার শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ।

ঠান্ডা মাথায় সামলাবে শ্রেয়স, আস্থা কামিন্সের

পাকিস্তান সফর শেষ হওয়ার পরেই তিনি চলে আসছেন ভারতে। নেমে পড়বেন আইপিএলের দ্বৈরথে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সি গায়ে খেলতে কতটা মুখিয়ে আছেন প্যাট কামিন্স, তা রবিবার বোঝা গেল অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়কের সঙ্গে আলাপচারিতায়।

আজ, সোমবার থেকে লাহোরে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তানের মধ্যে শেষ টেস্ট। তার ২৪ ঘণ্টা আগে আনন্দবাজার-সহ ভারতের বাছাই করা কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে জুম কলে কথা বললেন কামিন্স। যেখানে আইপিএলের প্রসঙ্গ উঠতেই হাসি মুখে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার বলে উঠলেন, “খুবই উত্তেজিত হয়ে আছি আইপিএল খেলার জন্য। সবার সঙ্গে আবার দেখা হবে। কেকেআরে আমার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। যাদের সঙ্গে দেখা করার তর সইছে না।”

পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট শেষ হওয়ার কথা ২৫ মার্চ। আইপিএলে কেকেআর নামছে পরের দিন, ২৬ মার্চ। অর্থাৎ, চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে খেলার সম্ভাবনা নেই কামিন্সের। নতুন চেহারার এই কেকেআরকে নিয়ে কী ভাবছেন তিনি? কামিন্সের জবাব, “খুব যে বদল হয়েছে, তা কিন্তু নয়। আমাদের দলটা মোটামুটি ধরে রাখা হয়েছে। শুধু ক্রিকেটারদেরই নয়, সাপোর্ট স্টাফের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে।” যোগ করেন, “বেশির ভাগ ক্রিকেটার খুব ভাল করে চেনে সাপোর্ট স্টাফ এবং দলের বাকিদের।”

কেকেআরের দায়িত্বে এ বার নতুন অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার। কী ধারণা আপনার অধিনায়ক শ্রেয়সকে নিয়ে? কামিন্স জানাচ্ছেন, এর আগে তৎকালীন দিল্লি ডেয়ারডেভিলসে থাকার সময় তিনি শ্রেয়সের সতীর্থ ছিলেন। কামিন্সের কথায়, “আমি এর আগে দিল্লিতে শ্রেয়সের সঙ্গে খেলেছি। ওকে ভালই চিনি। আমাদের মধ্যে খুব ভাল সম্পর্ক।”

আগের অভিজ্ঞতা থেকে কামিন্সের বিশ্বাস, ঠান্ডা মাথায় দলকে সামলাতে পারবেন শ্রেয়স। নাইটদের অন্যতম অস্ত্র বলে দিলেন, “শ্রেয়স খুবই ঠান্ডা মাথার ছেলে। ঠান্ডা মাথায় সব সামলাবে। এই মুহূর্তে ও খুব ভাল ছন্দে আছে। আবার বলছি, দলের সঙ্গে যোগ দিতে মুখিয়ে আছি।” ক্রিকেটবিশ্বে বিরাট কোহলি-বাবর আজমের তুলনা অনেক দিন থেকেই হচ্ছে। করাচি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অসাধারণ সেঞ্চুরিতে ম্যাচ বাঁচানোর পরে সেই তুলনা আরও বেশি করে উঠছে। আপনি দু’জনের বিরুদ্ধেই বল করেছেন। আপনার কি মত দু’জনকে নিয়ে? কামিন্সের জবাব, “ওরা দু’জনেই পরিপূর্ণ ব্যাটার। তা যে কোনও ফর্ম্যাটেই হোক না কেন। সব সময় কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয় বিপক্ষকে। আমি এক জনকে এক নম্বর, অন্য জনকে দু’নম্বর এই ভাবে র‍্যাঙ্কিং করতে চাই না।” বলে চলেন, “এটুকু বলব, দু’জনের বিরুদ্ধেই বল করা কঠিন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিরাট-বাবর, দু’জনেরই বড় সেঞ্চুরি আছে।” বাবরের করাচির ইনিংস নিয়ে কামিন্সের প্রতিক্রিয়া, “ও সত্যিই একটা অসাধারণ ইনিংস খেলল। বাবর কোনও সুযোগই দেয়নি। চারশোর ওপর বল খেলেছে। শুধু তো ব্যাটিং দক্ষতাই নয়, ওর মনঃসংযোগও অসাধারণ ছিল। সব দলেই দু’এক জন করে মহাতারকা আছে। পাকিস্তানে বাবর হল সে রকম এক জন ব্যাটার।”বিরাট, বাবর, কেন উইলিয়ামসনদের মতো ব্যাটারদের মধ্যে মিলটা কোথায়? “ওরা দারুণ ভাবে নিজেদের খেলাটা জানে। কখনও ঘাবড়ে যায় না। দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাট করতে পারে। সব সময় সুযোগ খোঁজে দ্রুত খাতা খুলতে। ওদের বিরুদ্ধে প্রথম বল থেকেই নিশানায় থাকতে হয়। না হলে দেখা যাবে ওরা দ্রুত উইকেটে জমে গিয়েছে,” ব্যাখ্যা কামিন্সের।

এমসিসি সদ্য জানিয়েছে, লালা ব্যবহার করে আর বল পালিশ করা যাবে না। এতে কি সুইং বোলাররা সমস্যায় পড়বে না? কামিন্স তা মনে করছেন না। তাঁর ব্যাখ্যা, “আমার মনে হয় না এই নিষেধাজ্ঞা বিশেষ কোনও সমস্যা তৈরি করবে বলে। গত দু’বছর ধরেই এই নিষেধাজ্ঞা জারি আছে। সবাই যে রকম ভেবেছিল, এতে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হবে, সেটা হয়নি। আমরা ঘামটা ব্যবহার করতে পারছি। এটা বিরাট কোনও সমস্যা নয়।”

পাক সফরে নিষ্প্রাণ পিচে খেলতে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে। এই ধরনের পিচ নিয়ে কী বলবেন? কামিন্স বলেন, “আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে এই নিয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না। আমরা যে পিচে খেলছি, বিপক্ষও সেই একই পিচে খেলছে। তবে সবাই ম্যাচে হার-জিত দেখতে চায়। আশা করব, শেষ টেস্টে ভাল উইকেট পাব।” এও বলে গেলেন, “এখানে রিভার্স সুইং একটা বড় অস্ত্র হতে পারে। কিন্তু কতটা রিভার্স সুইং পাব, তা নির্ভর করবে পিচ কতটা শুকনো, তার উপরে।”

অল ইংল্যান্ড ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ লক্ষ্য সেনের

না, এমন হবে ভাবিনি। ভাবতে পারিনি, স্ট্রেট গেমে হার স্বীকার করে নেবে লক্ষ্য সেন। ভেবেছিলাম একটা গেম জিতে চাপে ফেলে দেবে ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনকে। যতই হোক, ২৪ ঘণ্টা আগে লি জিয়াকে হারিয়েছিল লক্ষ্য। যে আবার কিনা গতবারের অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন। অথচ ভিক্টর দাঁড়াতে দেয়নি লক্ষ্যকে। দ্বিতীয় গেমের শুরুতে কিছুটা লড়াই ভারতীয় শাটলার করেছিল ঠিকই। তারপর যেন আর খুঁজেই পেলাম না। তবে লক্ষ্যর খেলায় আমি পুরোপুরি হতাশ হচ্ছি না। বাচ্চা ছেলে। মাত্র ২০ বছর বয়স। এই বয়সে যা করেছে, যথেষ্ট। কথায় বলে সকাল নাকি দিনের আভাস দেয়। তাই যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে দ্বিধা করব না, শুরুতেই ভিক্টর অ্যাক্সেলসেন পয়েন্ট নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল দিনটা ওরই। এতটা দাপট নিয়ে কখনও ওকে খেলতে দেখিনি। মানছি, র‍্যাঙ্কিংয়ে লক্ষ্যের থেকে দশ ধাপ এগিয়ে ছিল। উচ্চতা, শারীরিক সক্ষমতা, সবেতেই লক্ষ্যকে টেক্কা দিয়ে গেল অ্যাক্সেলসেন। ডাউন দ্য লাইনে বরাবর ভাল ড্যানিশ তারকা। প্রথম পয়েন্ট তো নিল সেই ডাউন দ্য লাইনে দুর্দান্ত একটা স্ম্যাশে। তারপরের পাঁচ পয়েন্ট টানা নিয়ে চলে গেল সেই একই ধারা বজায় রেখে। আমার মনে হয়, স্নায়ুর চাপও লক্ষ্যকে সমস্যায় ফেলে দিল। আসলে কঠিন প্রতিপক্ষ শুরুতে যদি এগিয়ে যায় তাহলে ঘুরে দাঁড়ানো সত্যি কঠিন। একটা সময় দেখলাম ৬-১ পয়েন্টে এগিয়ে গিয়েছে ড্যানিশ সুপারস্টার। প্রথম গেমে বিরতিতে এগিয়ে ছিল ১১-২।

বারবার লক্ষ্যকে পিছনে গিয়ে খেলতে বাধ্য করছিল ও। তাছাড়া র‍্যালি খেলতে বাধ্য করায় শুরুতেই প্রচুর শক্তিক্ষয় ঘটে উত্তরাখন্ড বঙ্গ সন্তানের। লক্ষ্য প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে কোর্টের পিছনের দিকে শট নিয়ে। রবিবার সেই চেষ্টাও চালিয়ে ছিল। দেখলাম তাতেও সাবলীল ভিক্টর। অনায়াসে একের পর এক শট ফিরিয়ে দিচ্ছিল। তাই প্রথম গেম ১০-২১ পয়েন্টে হেরে বসল লক্ষ্য। বলতে বাধ্য হচ্ছি, প্রথম গেমে এমন কিছু করেনি লক্ষ্য যা নিয়ে ভাববে ড্যানিশ স্টার। কোর্টের পেছন থেকে বারবার আধিপত্য বিস্তার করে গিয়েছে। নেটে বরাবর ভাল খেলে লক্ষ্য। এদিন সেই নেটে খেলার সুযোগ তেমন দিলই না ভিক্টর।

তবে দ্বিতীয় গেমের শুরুতে তেমন সুবিধে করতে না পারলেও একটা সময় ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিল লক্ষ্য। কিন্তু ভিক্টর যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তাই ৪—৪ করা সত্ত্বেও ভিক্টর এগিয়ে যেতে থাকে। দ্বিতীয় গেমেও ও বিরতিতে ১১-৫ এগিয়ে যায়। এই সময় দরকার ছিল ব্যবধান কমানো। কিন্তু ড্যানিশ শাটলার কোনও সময়ের জন্য আধিপত্য বিস্তার থেকে পিছপা হয়নি। নিজের নিয়ন্ত্রণে খেলাটা ধরে রেখেছে। বিরতির পর তিনটে টানা পয়েন্ট পেয়েছিল লক্ষ্য। তারপর নির্ভুল শট ও প্রচণ্ড পাওয়ার গেম খেলে আবার ঘুরে দাঁড়ায় ভিক্টর। চলে যায় ১৭-১০ পয়েন্টে। তবে লক্ষ্যের লড়াইকে বাহবা না দিয়ে পারছি না। বিশেষ করে দ্বিতীয় গেমে অসাধারণ লড়াই করার মানসিকতা দেখিয়েছে। ক্রমাগত র‍্যালি করা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল সহজে ওকে কেউ দমাতে পারবে না। কিন্তু কী করা যাবে, দিনটা লক্ষ্যের আজ ছিলই না।

বার্সার ২২ মিনিটের ঝড়ে উড়ে গেল রিয়াল

২৯ মিনিটে শুরু। ৫১ মিনিটে শেষ। ২২ মিনিটের মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদের গোলে ৪ বার বল জড়াল বার্সেলোনা। কোনও ভাবেই ম্যাচে ফিরতে পারেনি লা লিগার শীর্ষে থাকা ক্লাব। শেষ পর্যন্ত ০-৪ ব্যবধানে ম্যাচ হারতে হল করিম বেঞ্জেমাহীন রিয়ালকে। এই জয়ের ফলে রিয়ালের বিরুদ্ধে হারের খরা কাটাল বার্সা। টানা ৫ ম্যাচে হারের পরে জয়ের মুখ দেখল কাতালান ক্লাব।সান্তিয়াগো বের্নাবাউতে বেঞ্জেমা না থাকায় আগে থেকেই চাপে ছিল রিয়াল। তার মধ্যে জাভির কোচিংয়ে শেষ ৭ ম্যাচে ২০ গোল করেছে বার্সা। আর্সেনাল থেকে আবুমেয়ং আসার পরে বার্সার আক্রমণের ধার অনেকটা বেড়েছে। সেটা দেখা গেল এল ক্লাসিকোতেও। জোড়া গোল করলেন তিনি। প্রথমটা এল ২৯ মিনিটে। ফরাসি সতীর্থ ডেম্বেলের ক্রস থেকে হেডে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। দলের শেষ গোলটিও তাঁর। ৫১ মিনিটের মাথায় গোলরক্ষক কুর্তোয়াকে বোকা বানিয়ে গোল করে যান আবুমেয়ং। মেসির প্রাক্তন ক্লাবের হয়ে বাকি দু’টি গোল করেন রোনাল্ড আরাউজো ও ফেরান টরেস। ৩৮ মিনিটের মাথায় কর্নার থেকে হেডে গোল করেন আরাউজো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আবুমেয়ংয়ের পাস ধরে মাদ্রিদ রক্ষণকে বোকা বানিয়ে গোল করেন টরেস। গোটা ম্যাচে বেশি সুযোগ পায়নি রিয়াল। যে কয়েকটি সুযোগ আসে তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন স্ট্রাইকাররা। এই জয়ের পরে শীর্ষে থাকা রিয়ালের সঙ্গে তিন নম্বরে থাকা বার্সার পয়েন্টের পার্থক্য ১২। লিগের এখনও ৯ রাউন্ডের খেলা বাকি রয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-80/EE/RD/TLM-DIV/2021-22, Dt.17.03.2022.
The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 5.00 P.M on 31/03/2022 for 03 (three) Nos. supply of materials works. For details visit website- **https://tripuratenders.gov.in** and contact 03825-262095/8731074766/9862139398. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Sd/-Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
ICA-C-4238-22 Teliamura, Khowai Tripura

PNIeT No. 323-331 /EE/DWS/BLG/2021-22 dated 17/3/2022
The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura. single bid percentage rate e-tender from eligible bidders up to 15.00 hrs. 11/04/2022 for Construction of 216 Nos. SBDTW (125X100mm) dia along with installation of pump set ,distribution of pipe line in/c covereage of FHTC and other allied work in Jampuijla RD Block under Sepahijala Dist. For details please visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact with at the 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications,if any.
Sd/-Illegible
Executive Engineer
ICA-C-4244-22 DWS Division, Bishalgarh

NIT NO: e-PT-45/EE/RDIMNU/D/2021-22, dt. 17-03-2022
On behalf of the Governor of Tripura. the Executive Engineer, R D Manu Division, Government of Tripura invites percentage rate separate e-tender (both Technical and Financial bid) for site development work under RD Manu Division from the eligible bidders in PWD form-9 Up to 31/03/2022 at 2.00 PM as per following terms condition as well as DNIT. For details visit website- **https://tripuratenders.gov.in** and contact at M- 9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER
For and on behalf of Governor of Tripura
Sd/-(Er. Binoy Kr. Jamatia)
Executive Engineer
ICA-C-4250-22 RD Manu Division, Dhalai.

ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER
It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of 01(one) no. Foreign liquor warehouse within the limits of the South Tripura District for the period of November 2021 to March 2023 for license of foreign liquor warehouse to be effective at suitable premises as per the Tripura Excise Act and Rules subject to certain terms and conditions through e-procurement website of the Government of Tripura, **http://tripuratenders.gov.in.**
SITE AND MINIMUM RESERVE FEE (MRF) FOR FOREIGN LIQUOR WAREHOUSE

Sl No.	Name of the broad area where Foreign liquor Warehouse is proposed to be established.	Minimum Reserve Fee for the period of November 2021 to October 2022, read with Corrigendum No. F.II-1(2)-EX/2020-21(V-III)/3131-39, dated, 08/10/2021	Proposed bid for November 2021 to October 2022
1	2	3	4
	Within the limits of the South Tripura District	**Rs. 91,92,283/-**	

For the remaining period of 5(five) months from November 2022 to March 2023, the selected bidder shall have to pay @ 120% of the bid value mentioned in column-4 of above mentioned table in a proportionate manner. Intending tenderer shall submit e-tender addressed to the Collector of Excise, South Tripura District.
The bids shall be uploaded / submitted by the bidders within 21 (Twenty one) days from the date of publication of e-tender.
The other details related to e-tender can be seen and obtained from the website **https://tripuratenders.gov.in.** Corrigendum/ addendum, if any will be published only on the above website.
Sd/-Illegible
Colledtor of Excise
ICA-C-4256-22 South Tripura, Belonia

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বিজেপির উদ্যোগে ধন্যবাদ র‍্যালী জনমুখী রাজ্য বাজেটের জন্য। সোমবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

নরসিংগড়ে ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ আগামী ৭-৮ মাসের মধ্যে শেষ হবে : ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।।ত্রিপুরা আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম পেতে চলেছে সহসাই। নরসিংগড়ে ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ আগামী ৭-৮ মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক ভানুলাল সাহার এক প্রশ্নের উত্তরে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, ২০১৭ সালের ২০ আগস্ট প্রাথমিকভাবে এই স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। এই স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজের জন্য ১৮৫ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের আর্থিক অনুদানে এই ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলছে।

অতিরিক্ত প্রশ্নে সিপিএম বিধায়ক ভানু লাল সাহা বলেন, ২০১৭ সালের অগাস্ট মাসে ওই প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল। ঝারখন্ডের একটি সংস্থাকে ওই স্টেডিয়াম নির্মাণের বরাত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, ওই সংস্থা কাজ করতে অস্বীকার করেছিল। ফলে, পরবর্তীতে ওই প্রকল্পের কাজ অন্য সংস্থার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল। তিনি বলেন, শুনতে পেয়েছি ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সহসাই সমাপ্ত হবে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের তরফে কাজের গতি বাড়ানোর জন্য তদ্বির করতে অনুরোধ জানান তিনি। তিনি চাইছেন, শীঘ্রই ত্রিপুরায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ হোক।

এবিষয়ে ক্রীড়া মন্ত্রী বলেন, করোনা অতিমারীর দরুণ এমনিতেই বছর দুয়েক স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ করা যায়নি। এরপর কাজ শুরু হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সঙ্গে কথা বলে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ যাতে খুব সহসাই শেষ করে সেজন্য তাদের অনুরোধ করা হবে বলে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়েছেন।আগরতলা, ২১ মার্চ : ত্রিপুরা আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম পেতে চলেছে সহসাই। নরসিংগড়ে ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ আগামী ৭-৮ মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক ভানুলাল সাহার এক প্রশ্নের উত্তরে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, ২০১৭ সালের ২০ আগস্ট প্রাথমিকভাবে এই স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। এই স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজের জন্য ১৮৫ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের আর্থিক অনুদানে এই ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলছে।

অতিরিক্ত প্রশ্নে সিপিএম বিধায়ক ভানু লাল সাহা বলেন, ২০১৭ সালের অগাস্ট মাসে ওই প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল। ঝারখন্ডের একটি সংস্থাকে ওই স্টেডিয়াম নির্মাণের বরাত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, ওই সংস্থা কাজ করতে অস্বীকার করেছিল। ফলে, পরবর্তীতে ওই প্রকল্পের কাজ অন্য সংস্থার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, শুনতে পেয়েছি ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সহসাই সমাপ্ত হবে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের তরফে কাজের গতি বাড়ানোর জন্য তদ্বির করতে অনুরোধ জানান তিনি। তিনি চাইছেন, শীঘ্রই ত্রিপুরায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ হোক।

এবিষয়ে ক্রীড়া মন্ত্রী বলেন, করোনা অতিমারীর দরুণ এমনিতেই বছর দুয়েক স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ করা যায়নি। এরপর কাজ শুরু হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সঙ্গে কথা বলে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ যাতে খুব সহসাই শেষ করে সেজন্য তাদের অনুরোধ করা হবে বলে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়েছেন।

বিগত কয়েক বছরে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.): বিগত কয়েক বছরে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সুসম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, শিক্ষা ও উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করছি।' সোমবার অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনের সঙ্গে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ভার্চুয়াল শিখর সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'আমাদের শেষ ভার্চুয়াল সামিটে, আমরা আমাদের সম্পর্ককে একটি ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের রূপ দিয়েছিলাম। আমি আনন্দিত যে আজ আমরা দুই দেশের মধ্যে বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করছি।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'এটি আমাদের সম্পর্কের নিয়মিত পর্যালোচনার জন্য একটি কাঠামোগত ব্যবস্থা প্রস্তুত করবে। বিগত কয়েক বছরে আমাদের সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, শিক্ষা ও উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করছি।' ভার্চুয়াল শিখর সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন বলেন, 'আমাদের অঞ্চল ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন এবং অনেক চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। আমি মনে করি আমাদের কোয়াড নেতাদের আহ্বান ইউক্রেনের ভূখণ্ডে রাশিয়ার বেআইনি অভিযান নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছে।'

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কোভিড-১৯ দেশে ১৮১.২৪ কোটি টিকাকরণ

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.): ভারতে বিগত কিছুদিন ধরে ধীর গতিতেই চলছে টিকাদান কর্মসূচি, বিগত ২৪ ঘন্টায় অনেকটাই কম টিকাকরণ হয়েছে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ২৮৫ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৮১.২৪-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৮১,২৪,৯৭,৩০৩ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে কোভিড-পরীক্ষা চলছে দ্রুততার সঙ্গে, সোমবার সকাল পর্যন্ত ৭৮.৩০-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২০ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৩,৮৪,৪৯৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭৮,৩০,৪৫,১৫৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৩,৮৪,৪৯৯ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৫৪৯ জন।

থানে-তে আবাসিক কোয়ার্টারে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৪ জন কর্মী

থানে, ২১ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় আবাসিক কোয়ার্টারে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ও গুরুতর জখম হয়েছেন গ্যাস সাপ্লাই এজেন্সির ৪ জন কর্মী। রবিবার মধ্যরাতে থানে জেলার কালবা এলাকায় অবস্থিত ওই আবাসিক কোয়ার্টারে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়, সেখানে থাকতেন গ্যাস সাপ্লাই এজেন্সির কর্মীরা। বিস্ফোরণের পরই আগুন ধরে যায়, বিস্ফোরণের তীব্রতায় তছনছ হয়ে কোয়ার্টারের ভিতরে থাকা সমস্ত কিছু।

খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নেভাতে আসেন দমকল কর্মীরা। দমকল কর্মীদের বেশ কিছু সময় পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৪ জনকে দগ্ধ অবস্থায় শিবাজী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। থানে পৌর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শরীরের ৮০-৯০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছেন ৪ জন, তাঁদের অবস্থায় অত্যন্ত সঙ্কটজনক। কীভাবে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। থানে পৌর নিগমের আঞ্চলিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেলের প্রধান অবিনাশ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, শিব শক্তি নগর এলাকায় গ্যাস এজেন্সির অফিস সংলগ্ন কোয়ার্টারে থাকতেন ওই ৪ জন কর্মী। তাঁদের নাম-সত্যম যাদব (২০), অনুরাজ সিং (২৯), রোহিত যাদব (২০) ও গণেশ গুপ্তা (১৯)।

অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরল ২৯টি পুরাকীর্তি, নিরীক্ষণ করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.): অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে ভারতকে অনেক বড় উপহার, অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হল ২৯টি পুরাকীর্তি।

পুরাকীর্তিগুলি ছ"টি বিস্তৃত বিভাগে বিস্তৃত, থিম অনুযায়ী-শিব এবং তাঁর শিষ্যরা, শক্তির উপাসনা, ভগবান বিষ্ণু এবং তাঁর রূপ, জৈন ঐতিহ্য, প্রতিকৃতি এবং আলংকারিক বস্তু। সোমবার এই পুরাকীর্তিগুলি নিরীক্ষণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২৯টি পুরাকীর্তি নিরীক্ষণ ও খুঁটিয়ে দেখেন প্রধানমন্ত্রী। ২৯টি পুরাকীর্তি ভাস্কর্য এবং প্রতিকৃতিগুলি বেলেপাথর, মার্বেল, ব্রোঞ্জ, পিতল ও কাগজ প্রভৃতি উপকরণে তৈরি। এই পুরাকীর্তিগুলি রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করে।

কোভিড-সংক্রমণ ও মৃত্যু তলানিতে পৌঁছেছে ভারতে আরোগ্যের হার ৯৮.৭৪ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা নিরন্তর কমছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় একেবারে তলানিতে পৌঁছেছে কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা। একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার) ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৫৪৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৩১ জন রোগীর। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২,৫১,০৬-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ১,১৩৪ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৬ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন মাত্র ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ২৮৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৮১,২৪,৯৭,৩০৩ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,১৬,৫১০ জন (১.২০ শতাংশ)। রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,৬৫২ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৪,৬৭,৭৭৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৪ শতাংশ। নতুন করে ১,৫৪৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৩০,০৯,৪৬০ জন।

ইউক্রেনে রাশিয়ান সেনার মরদেহের স্তূপ, সরাচ্ছে না কেউ !

কিয়েভ, ২১ মার্চ (হি.স.): ইউক্রেন যুদ্ধে অনেক রাশিয়ান সেনার মরদেহ বিভিন্ন স্থানে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। সহকর্মীদের সেই মরদেহ উদ্ধারে এগিয়ে আসছে না রুশ সেনারা। অন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের খবরে দাবি করা হয়েছে জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে এমনটা দাবি করেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। জেলেনস্কি বলেন, 'বিশেষ করে যেসব জায়গায় বড় ধরনের যুদ্ধ হয়েছে, সেখানে রুশ সৈন্যদের মরদেহ আমাদের প্রতিরক্ষা লাইনে স্তূপ করা রয়েছে। কেউ এই মরদেহ উদ্ধার করছে না'।

ইউক্রেন দাবি করেছে যুদ্ধে ১৪ হাজারের বেশি রুশ সেনা নিহত হয়েছে। এই মৃতদের রাশি তাদেরই। এর আগে রুশ সেনাদের মরদেহ নিতে রেড ক্রসকে ডেকেছিল ইউক্রেন। যুদ্ধের শুরুর দিকে টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে এই আহ্বান জানান ইউক্রেনের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ইরিনা ভেরেসচুক। তিনি বলেন, দখলদারদের হাজার হাজার মরদেহ ইউক্রেনে পড়ে আছে। মানবিক কারণে তাদের মরদেহ সরিয়ে নিতে হবে। তাই মরদেহগুলো রুশ ফেডারেশনে পৌঁছে দিতে রেড ক্রসের সহায়তা দরকার।

ইউক্রেনের কর্মকর্তারা এক ফেসবুক পোস্টে জানায়, এখন পর্যন্ত প্রায় ১৪ হাজার ৪০০ রুশ সেনা নিহত হয়েছেন। তাছাড়া যুদ্ধে মস্কো বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম হারিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সেনা বহনকারী ১ হাজার ৪৭০টি যান, ৬০টি ট্যাংক ও ১০০টির বেশি যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার। যদিও রুশ সেনাদের নিহতের বিষয়ে পশ্চিমী গোয়েন্দা সংস্থাগুলো জানিয়েছে ভিন্ন তথ্য। তাদের দাবি, যুদ্ধে রাশিয়ার প্রায় ৭ হাজার সেনা নিহত ও ১৪ থেকে ২১ হাজারের বেশি আহত হয়েছেন।

ইডি-র দফতরে হাজিরা অভিষেকের, সুপ্রিম কোর্টে গৃহীত হল না তৃণমূল সাংসদের মামলা

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.): কয়লা পাচার মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দফতরে হাজিরা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বেলা এগারোটার কিছু আগে ইডি-র দফতরে হাজির হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। সোমবার অবশ্য ইডি-র দফতরে যাওয়ার আগে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন অভিষেক। তাঁকে দিল্লিতে ডেকে জেরা করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করেন। তবে সুপ্রিম কোর্টে সেই মামলা গৃহীত হয়নি। এরপরই ইডি-র দফতরের উদ্দেশে রওনা হন অভিষেক।

এদিন ইডি-র দফতরে যাওয়ার প্রাক্কালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়লা পাচার মামলায় অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লিতে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, ডাকা হয়েছে তাঁর স্ত্রীকেও। ইডি-র তলবে সাড়া দিতে রবিবারই সস্ত্রীক দিল্লিতে পৌঁছন অভিষেক। সূত্রের খবর, কয়লা-কাণ্ডে নতুন তথ্য প্রমাণও হাতে এসেছ ইডি-র। অভিষেককে সে ব্যাপারে এদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ অভিষেকের হাজির হওয়ার কথা ছিল ইডি-র অফিসে। তবে অভিষেক নির্দিষ্ট সময় ইডি-র দফতরে যেতে পারেননি। বদলে তিনি সুপ্রিম কোর্টে যান। ইডি-র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, আদালতের কাছে এখন অনেকগুলি মামলা থাকায় নতুন কোনও মামলা নিতে পারছে না। এরপরই ১০.৫৫ মিনিট নাগাদ ইডি-র দফতরে আসেন অভিষেক।

কিয়েভে রুশ ক্ষেপণাস্ত্রে ক্ষতিগ্রস্ত বহুতল

কিয়েভ, ২১ মার্চ (হি.স.): ইউক্রেন যুদ্ধের ২৬ তম দিনেও অব্যাহত রুশ হামলা। লুহানস্কের ক্রেমিন্না শহরের একটি নার্সিংহোমে রুশ ট্যাঙ্কের হামলায় ৫৬ জন বয়স্ক আবাসিকের মৃত্যু হয়েছে। রাজধানী কিয়েভে রাতভর রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি বহুতল। রাশিয়া পরিকল্পিতভাবেই জনবসতির ওপর হামলা চালাচ্ছে বলে দাবি ইউক্রেনের। মারিউপোলেও লাগাতার গোলাবর্ষণ চলছে। প্রাণ বাঁচাতে ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই আশ্রয় নিচ্ছেন বহু মানুষ।

এদিকে, বন্দর শহর মারিউপোলে আত্মসমর্পণের হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাশিয়া। সুমিতে আবার রাশিয়ার এয়ারস্ট্রাইকে রাসায়নিক প্লান্টে অ্যামোনিয়া লিকেজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সুমির গভর্নর ওব্লাস্ট দিমিত্র জানিয়েছেন, রাশিয়ার এয়ারস্ট্রাইকে স্থানীয় সময় ৪.৩০ মিনিট নাগাদ সুমিখিমপ্রম রাসায়নিক প্লান্টে অ্যামোনিয়া লিকেজ হয়।

২৫ মার্চ পোল্যান্ড যাচ্ছেন বাইডেন, শান্তি বৈঠকে মধ্যস্থতা করতে রাজি সুইৎজারল্যান্ড

ওয়াশিংটন, ২১ মার্চ (হি.স.): আগামী ২৫ মার্চ পোল্যান্ডের ওয়ারশ যাচ্ছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেখানে পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি। ইউক্রেনে বিনা প্ররোচনায় রাশিয়ার সামরিক অভিযানের পর কীভাবে ইউক্রেনকে আমেরিকা ও তার সঙ্গী দেশ মানবিক সাহায্য করছে, তা জানাবেন বাইডেন। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২৫ মার্চ পোল্যান্ডের ওয়ারশ যাচ্ছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি। পাশাপাশি রুশ সামরিক অভিযানের পর ইউক্রেনকে আমেরিকা ও তার সঙ্গী দেশ কীভাবে মানবিক সাহায্য করছে, তা জানাবেন জো বাইডেন।

এদিকে, লাগাতার রুশ হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ইউক্রেনের একাধিক শহর। যুদ্ধের কারণে গৃহহীন ১০ লক্ষাধিক মানুষ, যা নিয়ে উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি বৈঠকে মধ্যস্থতা করতে রাজি বলে জানাল সুইৎজারল্যান্ড। ইউক্রেন-পোল্যান্ড সীমান্ত পরিদর্শনে যাবেন সুইস প্রেসিডেন্ট ইগনাসিও ক্যাসিস। চলতি সপ্তাহেই ইউরোপ সফরে গিয়ে পোল্যান্ডে যাবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ইউক্রেন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া হল পুষ্কর সিং ধামীকে

দেরাদুন, ২১ মার্চ (হি. স.) : অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ঘোষণা করা হল উত্তরাখণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম। সোমবার সন্ধ্যায় বিজেপির রাজ্য দফতরে দলের বিধানসভার সদস্যদের বৈঠকে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পুষ্কর সিং ধামির নাম অনুমোদন করা হয়েছে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এতে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদেশ দফতরের প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখিও।

এদিনের বৈঠকে রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ৪৭ জন বিজেপি বিধায়ক, পাঁচজন লোকসভা এবং দুইজন রাজ্যসভার সাংসদরাও। সমস্ত বিধায়ক সর্বসম্মতিক্রমে পুষ্কর সিং ধামীকে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত করেছেন। বিকেল পাঁচটায় বিজেপির রাজ্য দফতরে বিধানসভার সদস্যদের বৈঠক শুরু হয়। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক রাজনাথ সিং প্রথমে সব বিধায়কের সঙ্গে কথা বলেন। এরপরই রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন ধামী। ধামীর নাম নির্বাচিত করার পর কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক রাজনাথ সিং সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এ তথ্য জানান।

কয়েকদিন ধরেই উত্তরাখণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার মধ্যে হোলির আগেও এ বিষয়ে আলোচনা হয়। হোলির পরে, রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের অন্যান্য সিনিয়র নেতারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। দিল্লি থেকে দেরাদুন পর্যন্ত কয়েক দফা বৈঠকের পর অবশেষে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হলেন পুষ্কর সিং ধামী।

মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণের তারিখও ঠিক হবে আজ না কাল সকালে। শেষ বিধানসভার মেয়াদ ২৪ মার্চ পর্যন্ত। অতএব, ২৪ মার্চের আগে মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরাখণ্ডের পঞ্চম বিধানসভার নির্বাচনে, ১৪ ফেব্রুয়ারি একযোগে সমস্ত ৪০টি আসনে ভোট হয়েছিল। নির্বাচনের ফল আসে ১০ মার্চ। এতে ভারতীয় জনতা পার্টি ঐতিহাসিক জয় হাসিল করে। এবারের নির্বাচনে ৭০টি আসনের মধ্যে ৪৭টিতে জয় পেয়েছে বিজেপি। কংগ্রেস জিতেছে ১৯টি আসন। বিএসপি জিতেছে ২টি আসনে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জিতেছে ২টি আসনে।

২৮ ও ২৯ মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থনে সিআইটিইউর মিছিল আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।